রাঙারাবণ

পরেশ ধর

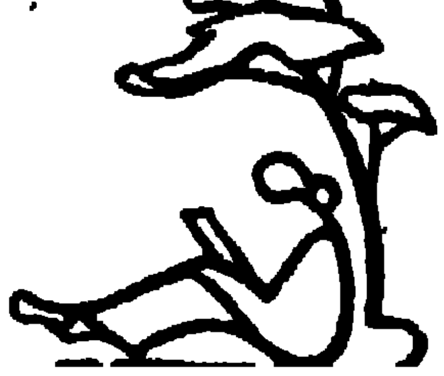

সুরেল প্রকাশনী

১৬, ফকির চক্রবর্তি লেন, কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-৪৫৩৪

প্রকাশক :
পান্না চট্টোপাধ্যায়
১৬, ফকির চক্রবর্তি লেন
কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-৪৫৩৪

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৭

প্রচ্ছদ :
যতীন কর্মকার

মুদ্রক :
অনিল কুমার চন্দ্র
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলিকাতা-৭

মূল্য : ২·৫০

উৎসর্গ

স্বর্গগত পিতামহের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

পরেশ ধর রচিত অন্যান্য নাটক ঃ

১) ডানা ভাঙা পাখি
২) শুধু ছায়া
৩) কালপুরী
৪) বিবেকানন্দ

মূল্য প্রতিখানি ২'৫০ টাকা

সুরেন্দ্র প্রকাশনী ও সমস্ত
সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

॥ মুখবন্ধ ॥

পুরাণ মানেই বাতিল হয়ে যাওয়া অতীতের অবাস্তব বিবরণ নয়। যথার্থ পুরানের মধ্যে সমস্ত ভাবী কালের ব্যাখ্যার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রত্যেক যুগকে নিজের কালকে বোঝবার জন্যে সেই ইঙ্গিত অনুসারে নতুন ব্যাখ্যা করে নিতে হয়।

রাবণ ভারতবর্ষের পুরাণ ও আদি মহাকাব্যের এক আশ্চর্য চরিত্র। বর্তমান কালে সে চরিত্রের বিস্ময়কর মহিমা ও তাৎপর্য নতুন করে আবিষ্কারের দাবী রাখে।

শ্রী পরেশ ধর 'রাজা রাবণে' সেই চেষ্টাই করেছেন। নাটকটি যাত্রা রীতির অনুগামী করে পুরাণের নাতিস্ফুট একটি স্বাদ দেবার যে চেষ্টা তিনি করেছেন তা বিফল হয় নি।

মঞ্চাভিনয় ছাড়া কোন নাটকের সম্পূর্ণ বিচার অবশ্য সম্ভব নয়। স্বরলিপি দেখে সঙ্গীতের বিচারের মতই তা নিরর্থক। রাজা রাবণ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে বলে শুনেছি। দর্শক সাধারণের সেই স্বীকৃতিই এ নাটকের সবচেয়ে বড় জয়মাল্য বলে মনে করি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রকাশকের নিবেদন

অধুনা বাংলা দেশের মঞ্চে বা যাত্রার আসরে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় প্রায় দেখা যায়না বললেই চলে। সর্বকালীন সত্যের আকর যে পুরাণ—তার প্রতি জাতির এই ঔদাসীন্য জাতীয় দৈন্যের পরিচায়ক। কোন কোন স্থূল-বুদ্ধি বিকৃত-রস-চেতনা সম্পন্ন বিদেশী-ভাবধারা-অনুপ্রাণিত তথাকথিত বামপন্থী শিল্পী বলে থাকেন যে বর্তমান যুগে পৌরাণিক নাট্য সৃষ্টির কোন সার্থকতা নেই। এদের অন্ধ দৃষ্টির মোহাঞ্জন দূর করার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। কালের অমোঘ গতি ভিন্ন এদের অজ্ঞতা কেউ চূর্ণ করতে পারবে না।

যুগের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দশরূপক নাট্য সংস্থার "রাজা রাবণ" প্রযোজনা নিঃসন্দেহে একটি শুভ প্রয়াস। এই নাটকে শুধু যে রাবণ চরিত্রের নতুন মূল্যায়ণ হয়েছে তাই নয়, এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে নাটকখানি যুগপৎ মঞ্চ-অনুগামী এবং যাত্রা-অনুগামী করে রচিত। কোথাও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করেও নাটকখানি মঞ্চে ও যাত্রায় সমান ভাবে অভিনয় করা যায় এবং কোন ক্ষেত্রেই এর রস কোন ভাবে ক্ষুন্ন হয় না। দশরূপক নাট্য সংস্থা বর্তমানে এই নাটক নিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই সমান সাফল্যের সংগে বিচরণ করছেন। এই নাটকের মঞ্চব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত বলে শৌখিন সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

॥ প্রথম মঞ্চাভিনয় ॥

রবিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, নিউ এম্প্যায়ার

॥ প্রথম যাত্রাভিনয় ॥

৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৩
সি, পি, সি চেতলা কোয়ার্টার্স ষ্টাফ
ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি

॥ প্রথম বেতার অভিনয় ॥

আগষ্ট ১৯৬৫.
আকাশবাণী কলিকাতা

প্রযোজনা ॥ দশরূপক

নির্দেশনা ॥ ভরদ্বাজ

আলো ॥ রবিন দাস

মঞ্চ স্থাপত্য ॥ শিবনাথ ধর

রূপ সজ্জা ॥ মাখন বসু, গোলক দাস

॥ ব্যবস্থাপনায় ॥

শম্ভু ধর ধ্রুব ধর দিলীপ গুপ্ত
সুশান্ত দে

॥ চরিত্র ॥

রাজা রাবণ	রঞ্জিত সরকার, তারক ধর
সত্ত্বা	পান্না চট্টোপাধ্যায়
কুম্ভকর্ণ	বীরেন পাল, মদন পাল
বিভীষণ	তারক ধর, দেবেন দাস
মেঘনাদ	যতীন কর্মকার, রতীশ রায়
তরণীসেন	প্রদীপ ধর
শুক	সুধীর শেঠ, শিবশংকর ঘোষ
সারণ	অরুণ দত্ত
ভগ্নদূত	বিষ্ণু দাস, যতীন কর্মকার
বিদ্যুৎজিহ্ব	ললিত বৈরাগী, বৈদ্যনাথ রায়, ধ্রুব ধর, সুদিন খাঁ।
ব্রহ্মা	দ্বিজেন মজুমদার, সুধীর শেঠ
অগ্নি	দেবব্রত সেনগুপ্ত
যম	বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, প্রভাত বসু ধ্রুব ধর,
বরুণ	সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
মন্দোদরী	সুকন্যা রায়
সরমা	অলকা গংগোপাধ্যায়
রাম	শিবনাথ ধর, দ্বিজেন মজুমদার
লক্ষ্মণ	তুষার বসু, দিলীপ গুপ্ত
সীতা	হিমানী গংগোপাধ্যায়
হনুমান	সুদিন খাঁ, রবিন ভড়
পুরোহিত	হিরন্ময় ভট্টাচার্য, সুদিন খাঁ, রবিন ভড়

রাজা রাবণ

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[রাজা রাবণের দরবার। গেরুয়া পোষাক ও পাগড়ি পরিহিত রাবণের সন্ত্রার প্রবেশ।]

সন্ত্রার গান

যে তোমারে যেমন করে চায়
ছোট বড় সব তরংগ তোমার পানে ধায়।
বিশ্ব জুড়ে জীবন ধারা
পড়ছে ঝরে আপন হারা
নিজের কাজে যে যার মাঝে তোমায় খুঁজে পায়।
যে যেখানে যেমন ভাবে
সেই ভাবনায় তোমায় পাবে
রাবণ হলে শ্রীরাম তুমি, রাধার শ্যামরায়।

[প্রস্থান]

[সবেগে অগ্নিদেবের প্রবেশ, পশ্চাতে ব্রহ্মা]

অগ্নি। না না না আমি চুপ করে থাকব না। এই অত্যাচার, অপমান আমি আর কিছুতেই সইবনা।

ব্রহ্মা। আহা, অত চেঁচামেচি করছ কেন অগ্নি? কি হয়েছে, বলি ব্যাপার কি?

অগ্নি। ব্যাপার নতুন কিছু নয়। তবে বুঝলে ব্রহ্মা—দিন দিন সহ্যের

সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি হচ্ছি অগ্নিদেব আর আমাকে দিয়ে কিনা রোজ রাবণ বেটা কাঁড়ি কাঁড়ি রান্না করাচ্ছে!

ব্রহ্মা। এই আস্তে—শুনতে পেলে আর আস্ত রাখবে না কিন্তু!

অগ্নি। দুত্তোর নিকুচি করেছে রাবণের। অত ভয়টা কিসের? আমি অগ্নি—সমস্ত জগৎ জানে আমার কি প্রচণ্ড প্রতাপ! আমি যাকে স্পর্শ করি—

[কিসের একটা শব্দ হওয়ায় অগ্নি চম্‌কে ওঠে]

ধারে কাছে নেইত রাবণ বেটা?

ব্রহ্মা। থাকলেই বা, অত ভয়টা কিসের? তুমি হচ্ছ অগ্নি, তুমি যাকে স্পর্শ কর—তা রাবণকে একবার স্পর্শ করলেইত পার—

অগ্নি। দেখ ব্রহ্মা, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। না হয় তুমি একটু লেখাপড়া শিখেছ—তা অত অহংকার কিসের?

ব্রহ্মা। কি যে বল, অহংকারের কি দেখলে? আমাদের সব অহংকারত ঐ রাক্ষসটা ভোঁতা করে দিয়েছে।

অগ্নি। আমি আর ওর হুমকি মানব না।

ব্রহ্মা। আজ তুমি অত বেশি চটে গেলে কেন হে? বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটেছে নাকি?

অগ্নি। ঘটেছে বইকি। এই দেখনা, রাঁধতে রাঁধতে আমার হাত পুড়ে গেছে।

ব্রহ্মা। নিশ্চয়ই অসাবধান হয়েছিলে?

অগ্নি। মোটেই না। দিনে রাত্তিরে যখন তখন নানারকম খাবার তৈরির হুকুম হচ্ছে, উনুন কামাই নেই। ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলে পেটুক রাক্ষসটা হুকুম করে—এটা রাঁধো ওটা রাঁধো, হাত পুড়বে না?

ব্রহ্মা। তা দেখ, পোড়া জায়গাটায় খানিকটা তেল চুন লাগিয়ে দাও, ভাল হয়ে যাবে।

অগ্নি। সে ত আমিও জানি, কিন্তু আসল সমস্যা তাতে মিটল কি?

ব্রহ্মা। সমস্যা! সমস্যা কিসের?

অগ্নি। আমাদের এই দাসত্ব?

ব্রহ্মা। সেটাও কি তুমি দূর করে ফেলতে চাও নাকি?

অগ্নি। চাই বইকি।

ব্রহ্মা। তবে ব্যবস্থা করছ না কেন?

অগ্নি। উপায় খুঁজে পাচ্ছি না যে।

ব্রহ্মা। উপায় কে বলে দেবে?

অগ্নি। তুমি ত লেখাপড়া জান, তুমিই বল না উপায়টা।

[যমের প্রবেশ]

যম। উঃ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! এই যে, তোমরা এখানেই রয়েছ দেখছি। আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। উঃ জ্বলে গেল—

ব্রহ্মা। তোমার আবার কি হলহে যম?

যম। আর বল কেন, ঘোড়ার ঘাস কাটতে কাটতে আঙুলটা একেবারে ক্যাঁচ করে কেটে গেল—ঐ রাবণ বেটাচ্ছেলে—

অগ্নি। এই, আস্তে—

যম। কেন, আস্তে বলব কেন? আমি কি তোমার মত ভীতু? তোমারত খালি মুখেই হম্বিতম্বি, কাজে লবডংকা। আমি যম—প্রত্যেকে আমার ভয়ে কাঁপে—আমি কি রাবণকে ভয় করি? উঃ কি জ্বলছে রে বাবা—ঐ বেটা রাবণের জন্যে—বেটা হাড় বদমাস!

অগ্নি। কেন অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাল দিচ্ছ?

যম। হাজারবার গাল দেব—রাবণ বেটা পাজি—

অগ্নি। এই এই—

যম। ছুঁচো—

অগ্নি। এই থাম—

যম। গাধা—

অগ্নি। কি করছ?

যম। হোঁদল কুত্‌কুত্‌—

অগ্নি। কি? তুমি আমায় হোঁদল কুত্‌কুত্‌ বললে? তোমার এত দূর স্পর্ধা?

যম। যা বাবা, তোমায় আবার ও কথা কখন বললুম? আমিত রাবণকে বলেছি!

অগ্নি। হোঁদল কুত্‌কুত্‌ কথাটা আমার দিকে চেয়ে বললে না?

যম। তা বল্‌লেই বা।

অগ্নি। বল্‌লেইবা? কেন বলবে?

যম। বেশ করব বলব—যাও, এমন মাথা মোটা!

অগ্নি। খবরদার বলছি যম, খবরদার, আমার মাথামোটা, আর তোমার মাথাটা বুঝি সরু লিক্‌লিকে? তোমায় আমি—

যম। কি—

ব্রহ্মা। বাঃ, চমৎকার! এই না তোমরা রাবণের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি চাও? এই তার নমুনা? তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নিজেরাই ঝগড়া করছ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

অগ্নি। ঐ যমটার কথায়ত মাথাটা আমার হঠাৎ গরম হয়ে গেল।

যম। হ্যাঁ, যমটার কথায়! আমি কি এমন বলেছি হে? অত মাথা গরম করলে চলে না বুঝলে?

[বরুণের প্রবেশ]

বরুণ। তোমাদের অত চেঁচামেচি শুনছি কেন হে? ব্যাপার কি? মনে হচ্ছে তোমরাই যেন লংকাপুরীর মালিক। তোমাদের গোলমালে এই দুপুরে যদি রাবণের ঘুম ভেঙে যায়, তখন কি হবে বলত? তোমাদের কি ভয় ডর নেই?

অগ্নি। রাবণের ঘুম ভাঙতে এখনো দেরি আছে।

যম। এই ত খেয়ে ঘুমোতে গেল।

বরুণ। তা গেলেই বা, বেশি চেঁচামেচি হলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে না?

অগ্নি। দেখ বরুণ, রাক্ষসদের ঘুম অত পাতলা নয় যে আমাদের—অর্থাৎ দেবতাদের সামান্য বাক্যালাপে তা ভেঙে যাবে।

যম। আর ভাঙে ত ভাঙুক।

বরুণ। হামবড়াই ভাবটা তোমার গেল না! তবু যদি রাক্ষসদের ঘোড়ার ঘাস না কাটতে।

যম। দেখ, অমন অপমান করে কথা বলনা বলছি। তোমার কাজটাই বা কি এমন ভাল? তুমি ত রাক্ষসদের স্নান করার জল বয়ে এনে দাও, লজ্জা করে না?

বরুণ। লজ্জা করে বইকি। লজ্জায় মর্ম ছেয়ে আছে। তাইত চুপচাপ থাকি, বেশি কথা বলি না। এককালে আমার কি প্রতাপ ছিল, জান না সে কথা? দুকূলপ্লাবী বন্যা কে না ভয় করত!

যম। প্রতাপ কি আমারই কম ছিল নাকি! মৃত্যু—আরে বাপরে বাপ, ঐ একটি কথায় জগতের লোক অস্থির।

অগ্নি। আর আমি? বৈশ্বানর—আমার লকলকে শিখা কাউকে রেহাই দেয় না।

বরুণ। ও সব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। বর্তমানে যে

দুর্ভোগের মধ্যে আমরা পড়েছি, তার হাত থেকে কি করে মুক্তি পাব সে সম্পর্কে কেউ কিছু ভেবেছ কি? জল তুলে তুলে হাতে পায়ে আমার হাজা ধরে গেল।

অগ্নি। আরে সেই কথাটাই ত জিগ্যেস করছিলাম ব্রহ্মাকে।

বরুণ। কাকে?

অগ্নি! ব্রহ্মা—ব্রহ্মাকে।

বরুণ। ও, ব্রহ্মা এখানেই রয়েছে। এতক্ষণ দেখতেই পাইনি। কিন্তু ব্রহ্মাকে জিগ্যেস করে কি লাভ? ওর জন্যেই ত আমাদের এই দুর্ভোগ।

ব্রহ্মা। কেন, একথা বলছ কেন বরুণ?

বরুণ। কেন বলছি তাও আবার জিগ্যেস করছ? তপস্যায় তুষ্ট হয়ে রাবণকে তুমি বর দাওনি? তাকে বিপুল শক্তির অধিকারী করনি?

ব্রহ্মা। যে আমায় অন্তর দিয়ে ডাকে—যে আমায় হৃদয় দিয়ে ভালবাসে —তার কাছে যে আমায় যেতেই হয়, তাকে যে বর দিতেই হয় ভাই।

বরুণ। তা বলে একটা রাক্ষসের ভালবাসার টানও সামলাতে পারলে না?

ব্রহ্মা। ভালবাসারত কোন জাত নেই। সে সর্বত্রই এক আর সমান পবিত্র। সে যে সূর্যালোকের মত। মলিন বস্তুর সংস্পর্শে এলেও নিজে মলিন হয় না।

বরুণ। যাই বল, একটা রাক্ষসকে অমর করে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। নিজেও ত তার ফল ভুগছ—চাকরের মত খাটছ।

অগ্নি। আরে ওর কাজটাত ভাল, রাক্ষসের ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শেখায়। আমাদের মত কষ্টের কাজ হলে বুঝত ঠেলা খানা!

যম। তাইত রাক্ষসটার হয়ে কথা বলছে।

ব্রহ্মা। আঃ—কেন বাজে বকছ ?

যম। বাজে ত বটেই, কথাটা অপ্রিয় কি না !

ব্রহ্মা। চুপ কর। হ্যাঁ—কি যেন বলছিলে বরুণ ?

বরুণ। বলছিলাম যে একটা রাক্ষসকে তুমি অমর করে দিলে কেন ?

ব্রহ্মা। অমর ত আমি তাকে করিনি।

বরুণ। বাঃ—যক্ষ,রক্ষ, দেবতা, রাক্ষস, কিন্নর,গন্ধর্ব কেউ তাকে মারতে পারবে না, এই বর দাওনি তাকে ?

ব্রহ্মা। তাত দিয়েছি।

বরুণ। তবে ?

ব্রহ্মা। তবে আবার কি। যাদের নাম করলে তারা ছাড়া জগতে কি আর অন্য প্রাণী নেই ?

বরুণ। তারা কারা ?

ব্রহ্মা। ধর, নর আর বানর।

বরুণ। হ্যাঁ, নর আর বানর মারবে রাবণকে—বলে "হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল"

ব্রহ্মা। দেখ, আমরা দেবতা হলেও নারায়ণের লীলা এখনও বুঝতে পারি না। তবে এটা জেনো, ঐ নর বানরের হাতেই রাবণ বধ হবে। এটা তার ললাট লিখন।

অগ্নি। সত্যি বলছ ?

যম। সত্যি ?

বরুণ। এ যে অবিশ্বাস্য !

[রাবণের আগমন শিঙা বেজে ওঠে]

অগ্নি। ঐরে, রাবণের ঘুম ভেঙে গেছে !

যম। এই দিকেই আসছে নাকি ?

বরুণ। চল, এখান থেকে সরে পড়ি।

[সকলের প্রস্থান]

[শুক ও সারনের প্রবেশ।]

শুক ও সারন। [সমস্বরে] স্বর্গ মর্ত পাতাল বিজয়ী পরম পরাক্রমশালী অমর বীর লংকাধিপতি রাজা রাবণের জয়—জয় রাজা রাবণের জয়।

[পুনরায় শিঙাধ্বনি। রাবণের প্রবেশ।]

রাবণ। [বিপুল ভাবাবেগে] কি আনন্দ, কি আনন্দ,
শক্তির আনন্দে মত্ত এ চিত্ত আমার।
লোক বলে পাপী আমি,
আমি অত্যাচারী। লোকে
নাকি মোর নামে শিহরিয়া
ওঠে, আর নীরবে লুকায়ে
অশ্রু অভিশাপ দেয় মোরে
প্রতি পলে পলে। অর্বাচীন!
বোঝেনাত, একটি প্রাণীর এই
এতটুকু বক্ষে যদি কোনদিন
জেগে ওঠে অনন্তের পিপাসা
মধুর, কি যে এক ব্যাকুলতা
মর্মে তার ফুলে ফুলে ওঠে!
দু বাহু বাড়ায়ে সে যে
আকাশ ধরিতে চায়—
কোটি কোটি নক্ষত্রেরে

ছিন্ন করে ফেলে, পেতে চায়
ধ্যানস্নিগ্ধ সেই ধ্রুবলোক,
সমস্ত আনন্দ মিশে যেথায়
বিরাজ করে পরমানন্দের
এক নিস্তরংগ রূপ।
জগতের মূর্খ যত জনসাধারণ—
কেমনে বুঝিবে হায়
লংকাপতি দশানন তৃষ্ণার্ত
হয়েছে আজ আনন্দের সেই
ধ্রুবলোক নিজ বক্ষে রোপিবারে।
কি দিব তাদের দোষ!
সংসারের অতি ক্ষুদ্র
সুখে দুঃখে বন্দী যত
ক্ষুদ্র নরনারী!
নিদ্রাহার মিথুনের সংকীর্ণ
বৃত্তের মাঝে ঘুরে ঘুরে মরে
আর, পাপ পুণ্য আদর্শের মিথ্যা
প্রহেলিকা রচি, হাসে
কাঁদে, গান গায়
অশ্রু মালা গাঁথে।
দেবজয়ী রাবণের অনন্ত
পিপাসা তারা বুঝিবেনা
কোনদিন—বুঝিবার নাহি
সে শকতি।
যাক্, সারন—

সারন। আজ্ঞে প্রভু!

রাবণ। দেবতারা ঠিক মত কাজ করছে ত?

সারণ। করবে না মানে? বেটাদের নাকে দড়ি দিয়ে রেখেছেন আর কাজ করবে না?

শুক। ঠিক কথা। ঐ বরুণ বেটা মহা পাজি ছিল। ঘর বাড়ি ভাসিয়ে দিত। ও বেটাকে সারা বেলা যখন কলসী কলসী জল তুলতে দেখি, তখন বেশ লাগে কিন্তু।

রাবণ। ঠিক বলেছ শুক। আর সূর্য বেটা কেমন রাজপ্রাসাদের দরজায় দরোয়ানের মত দাঁড়িয়ে থাকে?

শুক। আজ্ঞে প্রভু চমৎকার।

রাবণ। আর যম বেটা কেমন ঘাস কাটতে কাটতে হাঁপায়?

সারণ। আজ্ঞে সেটাও ভারি মজার।

রাবণ। আর সবচেয়ে আমার কোনটা বেশি ভাল লাগে জান?

শুক। ও সারণ। } কোনটা প্রভু?

রাবণ। ঐ বসুমতী যখন কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘরদোর ধুয়ে মুছে দেয়!

শুক। মেয়েটি কিন্তু ভারি লক্ষ্মী—ওকে দিয়ে এত খাটানো—

রাবণ। বলি ব্যাপার কি হে শুক? ওর জন্যে অত দরদ কেন হে তোমার?

শুক। কি যে বলেন প্রভু, দেখে একটু মায়া হয়—

রাবণ। মায়া! মেয়েছেলের জন্যে মায়া—হা হা হা—ওটা বড় খারাপ ব্যাধি হে—

সারণ। খুব খারাপ। শুকটা যে কি হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

শুক। থাম্ থাম্। সব তাতেই ফোড়ন কাটা তোর একটা অভ্যেস।

রাবণ। কিন্তু সারণ, একটা কথা।

সারণ। বলুন প্রভু।

রাবণ। তুমি ত বললে সব দেবতারা খুব মন দিয়ে কাজ করছে, কিন্তু সত্যি কি তাই ?

সারণ। কেন প্রভু ? ও কথা বলছেন কেন ? মন দিয়ে তারা কাজ করছে না নাকি ?

রাবণ। সেই কথাই ত আমি তোমাকে জিগ্যেস করছি।

শুক। ঠিক বলেছেন প্রভু, আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

রাবণ। কি সন্দেহ ?

শুক। মা—মা—মানে,দেবতারা বোধ হয় ঠিক ভাবে কাজ করছে না।

রাবণ। কি করে বুঝলে ?

শুক। আজ্ঞে এই ধরুন না—মানে অগ্নিদেবের রান্নাটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

রাবণ। ঠিক কথা। আজ ত আমি মোটে খেতেই পারিনি।

সারণ। সত্যিত ! আমারও তাই মনে হচ্ছিল, সব যেন আলুনি !

শুক। খুব শুনে শুনে বুকনি দিচ্ছিসত ?

সারণ। থাম্ থাম্। আমার যেন নিজের বুদ্ধি বলতে কিছু নেই।

রাবণ। যমের ঘাস কাটাও ঠিক হচ্ছে না। ঘোড়াগুলো কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করেছ ?

শুক। তাইত, আপনি ঠিক ধরেছেন প্রভু।

রাবণ। বরুণের জল তোলাতেও গলদ দেখতে পাচ্ছি।

সারণ। আজ্ঞে যা বলেছেন, এখন সব বুঝতে পাচ্ছি।

রাবণ। আর ব্রহ্মাও ছেলেদের পড়ানোয় ফাঁকি দিচ্ছে।

সারণ। এ বড় বিপদ হলত—

রাবণ। আর এ সবের মূলে কে আছে জান ?

উভয়ে। কে ?

রাবণ। আমার ভাই বিভীষণ—ধর্মের ধ্বজাধারী। সে নাকি দেবতাদের মধ্যে অসন্তোষ জাগাচ্ছে।

শুক। আজ্ঞে সেকি কথা!

সারণ। না না, সেকি হয়! বিভীষণ বড় ধার্মিক।

রাবণ। থাম, আমার আর বুঝতে কিছু বাকি নেই। এখুনি ডাক বিভীষণকে—

সারণ। যথা আজ্ঞা—

[শুক ও সারণের প্রস্থান]

রাবণ। ধর্ম! ধর্ম! ধর্ম!
ধর্মের মদিরা পান করে বেশ আছে মোর
ধর্মভীরু ভ্রাতা বিভীষণ।
সংসার বিচিত্র বড়। কুসংস্কার যত আছে হেথা,
উপাড়িয়া ফেলি সব
মুক্ত হতে চাহে মহীতল। কিন্তু এ কৌতুক কিযে
সর্বশ্রেষ্ঠ কুসংস্কার ধর্ম নামে চলে এ জগতে,
ফেলিতে চাহেনা তারে কেহ, দু'হাতে আঁকড়ি
বুকে রাখে সযতনে। ধর্ম আর কিছু নহে—
ক্লীবত্বের অপর সে নাম। বীরত্ব যেথায় আছে,
পৌরুষের মহিমা যেথায়,
ধর্ম সেথা শির নত করি পলায় সভয়ে।
বিভীষণ কাপুরুষ, তাই সে ধার্মিক।

[সারণ, বিভীষণ ও শুকের প্রবেশ]

বিভীষণ। কহ হে অগ্রজ মোর, স্মরিয়াছ কেন

এই দীন অভাজনে?

রাবণ। গুরুতর প্রয়োজনে স্মরিয়াছি তোমা।
প্রশ্ন এক আছে তব কাছে, দিতে
হবে সদুত্তর।

বিভীষণ। বিভীষণ মিথ্যা কহিয়াছে,
হেন কথা কোন দিন কেহ নাহি কবে।

রাবণ। জানি, জানি, সত্য আর ধর্ম লয়ে
মত্ত আছ তুমি। কিন্তু হে
ধার্মিকবর, এ কথা কি কভু
ভাবিয়াছ, ধর্ম লয়ে অহংকার
করে যেই জন, ধর্ম তারে করে
পরিহার? এ জীবনে কোনদিন
মিথ্যা কহ নাই, তা লয়ে
গর্বের কিবা আছে প্রয়োজন?
যাক্, প্রশ্ন করি কহ সত্য কথা।
স্বর্গের দেবতা যত দাস হয়ে
আছে মোর স্বর্ণলংকাপুরে, তাদের
অন্তরে আজ কেন জলে বিদ্রোহের
বহ্নিমান শিখা? তুমি নাকি
আছ এর মূলে?

বিভীষণ। এই প্রশ্ন তব? হাস্যকর
এ প্রশ্নের কি দিব উত্তর।
স্বর্গের সুরবক্ষে তুচ্ছ বিভীষণ
বিদ্রোহের জ্বেলেছে অনল?
সত্য কথা কহি শোন অগ্রজ আমার।

অস্তিত্বের সবটুকু যার
শুধু মদমত্ত শক্তি ছাড়া
আর কিছু নয়, অনিবার্য
শংকা আসি তার মর্মকোণে
সুদৃঢ় শিকড় গেঁথে পাকে পাকে
বাঁধে তারে কাল সর্প সম।
অধর্ম নিজের দণ্ড নিজে গড়ে তোলে।

রাবণ। স্তব্ধ হও ধর্মাভিমানী।
রাবণ তোমার কাছে চাহে
নাই নীতি উপদেশ।
মরণ-বিজয়ী আমি বীর নৈকষেয়,
শংকা কারে বলে নাহি জানি।
ত্রিভুবন জিনিয়াছি নিজ বাহু বলে।
শংকা আজ শংকাভরে লংকা
ছাড়ি গিয়াছে পলায়ে'
রাবণ সশংকিত—এ কথা
প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

বিভীষণ। দেবতা বিদ্রোহী হবে, এ দুশ্চিন্তা
কেন কর তবে?

রাবণ। এ নহে দুশ্চিন্তা মোর।
ভ্রাতা হয়ে তুমি মোর
অনিষ্ট কামনা কর,
এই চিন্তা বিঁধে মোরে কণ্টক সমান।

বিভীষণ। তোমার অনিষ্ট চিন্তা আমি করি মনে?
সত্য যদি হয় ইহা, তবে বজ্রপাত

হবে মোর শিরে। জানিনা কেমনে
এই ঘৃণ্য সন্দেহের বিষ পশিয়াছে
অন্তরে তোমার! আমি চাহি
অমংগল তব? তীব্র এই অভিযোগ
শেল সম হানে মোর বক্ষ বেদনায়,
আঁখি মোর হয় বাষ্পাকুল! তুমি
কি বুঝিবে ভ্রাতঃ তোমার মংগল তরে
দিবানিশি ভগবানে কত ডাকি আমি?

রাবণ। নট সম অভিনয় শিখিয়াছ বেশ!
দেবতাবৃন্দেরে তুমি কর নাই প্ররোচিত
বিরুদ্ধে আমার?

বিভীষণ। মিথ্যা কথা। শুধু নহে মিথ্যা,
এযে হাস্যকরও বটে!
দেবতারা ক্ষুব্ধ হবে, তার লাগি প্রয়োজন
বিভীষণ হতে প্ররোচনা?
ক্ষুদ্র কথা এ যে মহারাজ।
ক্ষুদ্র কথা যদি কহে উচ্চজন কেহ,
ক্ষুদ্র হয় নিজে।
দেবতা-বিজয়ী বীর দশানন মুখে কভু
সাজেনাত ইহা।

রাবণ। বুঝিয়াছি। সুচতুর বাক্য জাল রচি তুমি
বিভ্রান্ত করিতে চাও বুদ্ধিরে আমার।
অতএব বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন।
যথাকালে যথা কার্য
রাবণ করিতে জানে, এ কথা

ভুলিলে তুমি পাবে পরিতাপ।
যাও তব নিজ কার্যে—
হ্যাঁ, এখুনি সংবাদ দাও অগ্নি, বরুণ আর
ব্রহ্মা আর যমে। বল গিয়ে
অবিলম্বে মহারাজ ডেকেছে
তাদের—যাও—

[বিভীষণের প্রস্থান

শুক। বিভীষণের কথাগুলো কিন্তু বেশ।

সারণ। সত্যি বেশ গভীর ভাব আছে।

রাবণ। কি বললে ? বিভীষণ ভাল কথা বলেছে ?

শুক। আজ্ঞে—না, না, যত আবোল তাবোল বকে গেল।

সারণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবোল তাবোল বকে গেল।

[অগ্নি, বরুণ ও যমের প্রবেশ]

রাবণ। এই যে স্বর্গের দেবতাবৃন্দ, তোমরা কি ভেবেছ বলত ? তোমরা কেউ ঠিক মত কাজ করছনা তা জান ?—কি অগ্নি, জবাব দাও ?

অগ্নি। আমার কি দোষ হয়েছে তাত শুনলাম না।

রাবণ। নিজের দোষ সম্পর্কে এত অন্ধ তুমি ? দেবতা বলেই তা সম্ভব। আজকাল তোমার রান্না এত খারাপ হচ্ছে কেন ?

অগ্নি। আজ্ঞে দুদিন ধরে আমার হাত পুড়ে গেছে কিনা, তাই !

রাবণ। কপালত পুড়েছে জানতুম—আবার হাতও পুড়ল ? আর বরুণ, তুমি ?

বরুণ। বলুন মহারাজ।

রাবণ। জল তোলাটা ঠিকমত হচ্ছে কি আজকাল ?

বরুণ। কেন, আমিত ঠিক মতই তুলছি।

রাবণ। হুঁ, ঠিক মত তুলছ! আর যম, তুমিও একটা কিছু কৈফিয়ৎ দিয়ে দাও। ঘোড়াগুলো অত রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? ঘাসে কি কম পড়েছে? ঠিকমত কাটছ না?

যম। আজ্ঞে, রোজত অনেক ঘাস কাটি।

রাবণ। তাহলে সেগুলো বোধ হয় নিজেই খেয়ে খেয়ে কমাও?

যম। আজ্ঞে—

রাবণ। থাম। বাজে কৈফিয়ৎ আমি শুনতে চাই না। আবার যদি আমি কারো কাজে অবহেলা দেখি, তবে কঠিন শাস্তি দেব—যাও।

[দেবতাদের প্রস্থান]

রাবণ। হ্যাঁ—ব্রহ্মাকে যে দেখছি না? সে আসেনি কেন?

[ব্রহ্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। এই যে মহারাজ, আমি উপস্থিত।

রাবণ। আসতে দেরী হল কেন তোমার?

ব্রহ্মা। আজ্ঞে ব্যস্ত ছিলুম।

রাবণ। ব্যস্ত? আমার হুকুমের চেয়ে তোমার ব্যস্ততা বড়?

ব্রহ্মা। তা কখনো হতে পারে?

রাবণ। তাইত বলছ।

ব্রহ্মা। আজ্ঞে না, তা বলিনি। ব্যস্ততা আপনারই কাজে, আমার নিজের জন্যে নয়।

রাবণ। আমার কি মংগল সাধন করছিলে?

ব্রহ্মা। রাজকুমারদের পড়াচ্ছিলুম।

রাবণ। ভণ্ডামি কর না। সেই কাজটাইত আজকাল তুমি ভাল করে করছ না।

ব্রহ্মা। কি করে বুঝলেন ?

রাবণ। মূর্খ ! এ জীবনে এমন কিছু নেই যা রাবণ বোঝে না।

ব্রহ্মা। অন্ধ কি করে বুঝবে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য্য ?

রাবণ। চুপ কর।

ব্রহ্মা। বেশ চুপ করলাম।

রাবণ। না, আমার কথার জবাব দাও।

ব্রহ্মা। প্রশ্ন করুন।

রাবণ। তোমার গাফিলতির কারণ কি ?

ব্রহ্মা। আমার কাজে গাফিলতি হয় না।

রাবণ। তুমি মিথ্যাবাদী।

ব্রহ্মা। আমি সত্য মিথ্যার উর্ধ্বে।

রাবণ। তুমি অহংকারী।

ব্রহ্মা। অহংকার আমাকে স্পর্শ করে না।

রাবণ। তোমায় আমি শাস্তি দেব।

ব্রহ্মা। আমাকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাবণের নেই।

রাবণ। কি, আমার ক্ষমতা নেই ? দেবতাদের আমি রাখিনি আমার প্রাসাদের ভৃত্য করে ? হওনি তুমি আমার আজ্ঞাবহ ?

ব্রহ্মা। এ ভগবানের লীলা।

রাবণ। না, এ আমার পৌরুষ।

ব্রহ্মা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কারোর বলতে কিছু নেই। সবই তাঁর, সবই তিনি। যাদের মতিভ্রম হয় তারা এটা বোঝে না।

রাবণ। সাবধান ব্রহ্মা, রাবণ তোমার কাছ থেকে অসম্মান সইবে না।

ব্রহ্মা। সাবধান রাবণ, দম্ভ তোমার গগনচুম্বী হয়েছে। যে লীলায় আমরা তোমার ভৃত্য হয়ে রয়েছি, মনে রেখ, সে লীলার দিন সমাপ্তপ্রায়।

রাবণ। অমর রাবণকে ভয় দেখাচ্ছ ?

ব্রহ্মা। ভুল না, আমিই তোমাকে বর দিয়ে অমর করেছিলাম।

রাবণ। অনুগ্রহ করনি। তপস্যার জোরে আমি বর আদায় করে নিয়েছি।

ব্রহ্মা। কিন্তু মনে রেখ, আসলে তুমি অমর নও।

রাবণ। কেন? কেন? আমি অমর নই কেন ?

ব্রহ্মা। নর বানরের কথা মনে নেই ?

রাবণ। ওঃ সামান্য নর বানরকে ভয় করবে রাবণ! হা হা হা—

ব্রহ্মা। সাবধান, সাবধান, এখনও সাবধান তপস্যাভ্রষ্ট আত্মমদে মত্ত দশানন।

রাবণ। স্তব্ধ হও। তোমার প্রলাপ আমি শুনতেচাইনা। তোমাকে আমি শাস্তি দেব। প্রহরী—প্রহরী—

ব্রহ্মা। এত স্পর্ধা!

রাবণ। স্পর্ধার পরিচয় এখনও পাওনি। এবার পাবে। প্রহরী—

[প্রচণ্ড জোরে চতুর্দিকে শংখ বেজে ওঠে। হঠাৎ রাবণের সিংহাসন কেঁপে ওঠে এবং তার মাথা থেকে মুকুট খসে মাটিতে পড়ে যায়।]

একি! আমার সিংহাসন কেঁপে উঠল কেন? মাথা থেকে মুকুট খসে পড়ল কেন? এ কি হল ?

ব্রহ্মা। হা হা হা—

রাবণ। ওকি, তুমি অমন করে হাসছ কেন ?

ব্রহ্মা। হা হা হা—

রাবণ। বন্ধ কর হাসি—

ব্রহ্মা। হা হা হা—

[ব্রহ্মার প্রস্থান]

রাবণ। বুঝিতে না পারি কিছু
সহসা কি ঘটিল ভুবনে!
সিংহাসন কেন মোর কাঁপিয়া উঠিল
আর শির হতে কি কারণে
কনক মুকুটখানি চকিতে
এ ভূমিতলে পড়িল লুটায়ে?
অশুভ সূচনা কোন হল বুঝি
জীবনে আমার!
ওকি! ওকি! ওকি!
জলে স্থলে নভোনীলে মনে হয়
যেন আজ শত শত শংখধ্বনি
উঠিছে রণিয়া এক মেঘমন্দ্রস্বরে।
বিশ্বের বক্ষ হতে বিপুল আনন্দ
যেন ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে
তরংগের মত। কি এক নতুন
আলোয় উদ্ভাসিত হল দশদিক।
ত্রিভুবনে ক্ষুব্ধ ব্যর্থ যত চিত্ত আছে,
সব যেন উঠিল উছলি।
কিন্তু শুধু মোর বক্ষে কেন জাগে
শংকা শিহরণ? দুর্বোধ এ
প্রহেলিকা রাবণেরে করিছে উন্মাদ:
কে আছ হেথায় এই রহস্যের
কর উদ্ঘাটন—চিত্ত শান্ত
কর রাবণের।

[সহসা একদিকে একটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি আলো ফুটে ওঠে। আলো একটু বিস্তৃত হলে রাবণের সত্ত্বাকে তার মাঝখানে দেখা যায়। স্নিগ্ধ হাসিতে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত]

কে, কে তুমি ?

সত্ত্বা। [গীত]

আমি কে তা চিনলে পরে
চিনবে নিজেকে,
তোমার প্রাণে আমি আছি
তোমার বিবেকে।
আমি তোমার আসল "তুমি"
গাছের মূলে যেমন ভূমি
আমি ছাড়া পরম রতন
তোমায় দিবে কে।

রাবণ। তুমি কে ?

সত্ত্বা। আমায় চিনতে পারছ না ?

রাবণ। না, আমি তোমায় কখনো দেখিনি।

সত্ত্বা। আশ্চর্য! তুমি নিজেকে নিজে চেন না ?

রাবণ। তোমার হেঁয়ালী শুনতে আমি রাজি নই। আর, তুমি এখানে এলেই বা কি করে ?

সত্ত্বা। আমিত সব সময় তোমার মধ্যেই রয়েছি।

রাবণ। ফের সেই এক ধরনের কথা। প্রহরী—

সত্ত্বা। চিৎকার কর না। আমি থাকলে কোন প্রহরী তোমার ডাকে সাড়া দেবে না।

রাবণ। আশ্চর্য! তুমি যাও এখান থেকে।

সত্ত্বা। আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

রাবণ। হ্যাঁ, দিচ্ছি।

সত্তা। কিন্তু, তুমি প্রহেলিকার অর্থ জানতে চাইছিলে যে। তাইত আমি এলাম। তবে যদি জানতে না চাও, আমি চলে যাই—

রাবণ। দাঁড়াও, দাঁড়াও—

সত্তা। বল—

রাবণ। তুমি প্রহেলিকার অর্থ বলবে?

সত্তা। সেই জন্যেইত এসেছিলাম।

রাবণ। তুমি কে?

সত্তা। আমি তোমার সত্তা।

রাবণ। আমার সত্তা! হা হা হা—তুমি নিজেই একটা প্রহেলিকা।

সত্তা। তা বটে। তবে প্রহেলিকার অর্থটা কিন্তু আমিই বলতে পারি।

রাবণ। বল, কি অর্থ। বাতাসে আজ কেন এত শংখধ্বনি? আকাশে আজ কেন এত আলো?

সত্তা। আজ তাঁর জন্ম হল যে।

রাবণ। কার?

সত্তা। তুমি যাঁকে চাও— সেই অনন্তের।

রাবণ। অনন্তের কি জন্ম মৃত্যু আছে?

সত্তা। ভক্তের জন্যে তিনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

রাবণ। তিনি কি ভাবে জন্মেছেন?

সত্তা। জন্মেছেন তোমার শত্রু হয়ে।

রাবণ। কেন?

সত্তা। তুমি যে ভক্তি আর ভালবাসা দিয়ে তাঁকে চাওনি, চেয়েছ শক্তি আর অহংকার দিয়ে—তাই।

রাবণ। ভক্তি আর ভালবাসা দুর্বলের বৃত্তি। আমি শক্তির পূজারী।

সত্তা। এ তোমার মনের কথা, আমার কথা নয়।

রাবণ। তোমার সংগে আমার কি সম্পর্ক ?

সত্বা। আমিইত তোমার সব। মনটা তোমার কেউ নয়। আমায় তুমি দূরে সরিয়ে রেখেছ বলেই মন তোমায় খালি বিপথে নিয়ে যায়। আর, এই জন্যেই তিনি তোমায় বধ করে গ্রহণ করবেন।

রাবণ। কে আমায় বধ করবে ?

সত্বা। কেন, আজ যিনি জন্মালেন।

রাবণ। কে তিনি ?

সত্বা। তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র।

রাবণ। তিনি কোথায় জন্মেছেন ? কার ঘরে ?

সত্বা। সমুদ্রের পরপারে, অযোধ্যার রাজা দশরথের ঘরে—তাঁর পুত্র হয়ে।

রাবণ। নরের ঘরে ? হা হা হা—

সত্বা। এটা হাসির কথা নয়।

রাবণ। তা ছাড়া কি। অমর রাবণকে বধ করবে তুচ্ছ একটা নর ! যাও তুমি এখান থেকে। তোমার প্রলাপ শোনবার অবকাশ আমার নেই।

সত্বা। এ সব তোমার ঐ মনটার কথা। সে তোমাকে অহরহ ঘুর-পাক খাওয়াচ্ছে। তাকে দমন করে একবার আমাকে অর্থাৎ তোমার সত্বাকে জাগাও দেখি—

রাবণ। তুমি…কি….বলছ….আমি…বুঝতে পারছি না !

সত্বা। [হাত নেড়ে বশ করার ভংগিতে] জাগাও—জাগাও—তোমার সত্বাকে জাগাও—হ্যাঁ—এইত এবার দেখ দেখি বুঝতে পার কিনা শ্রীরামচন্দ্র কে ?

রাবণ। তিনি অনন্ত।

সত্বা। তাঁকে দেখতে কেমন ?

রাবণ। আহা সেকি রূপ! নবদুর্বাদল-শ্যামকান্তি নীলোৎপল-নয়ন জ্যোতির্ময়।

সত্ত্বা। তাঁকে তুমি পেতে চাও না?

রাবণ। সারা জীবন শুধু তাঁকেইত খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সত্ত্বা। তাঁর চরণে আত্মসমর্পন কর, বিনা বাধায় তাঁকে পাবে।

রাবণ। কি! চরণে আত্মসমর্পন করবে রাবণ! হা হা হা—মূর্খ। রাবণকে জাননা। সে কারোর কৃপা ভিক্ষা করে না।

সত্ত্বা। আবার তোমার ঐ দুষ্ট মনটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলত?

রাবণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আমার মন নিয়েই থাকব। অনন্তকে আমি জয় করে নেব বাহুবলে।

সত্ত্বা। তাঁকেত জয় করা যায় না, ভক্তি আর ভালবাসা দিয়ে তাঁকে পেতে হয়।

রাবণ। যাও, যাও, আগন্তুক। আমাকে আর বিরক্ত করোনা। অজ্ঞ তুমি। রাবণ যে কত শক্তিধর তা তোমার বুদ্ধির অগোচর। তুমি—

[সহসা সত্ত্বা মিলিয়ে যায়]

একি! তুমি অমন অদৃশ্য হয়ে গেলে কি করে? তুমি কে? কোথায় গেলে?

[সমস্ত মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় দূরে এক কোণে শুক আর সারন দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাবণ ভীত ও সন্ত্রস্ত]

রাবণ। শুক—সারন—

উভয়ে। আজ্ঞে কি বলছেন প্রভু?

রাবণ। কোথায় ছিলে তোমরা?

শুক। আজ্ঞে আমরাত এখানেই রয়েছি।

রাবণ। এতক্ষণ দেখতে পাইনি কেন?

সানে। আজ্ঞে আপনি নিজের মনে কি যেন সব বলছিলেন—

শুক। তাই আমরা ভয় পেয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলুম—

রাবণ। নিজের মনে—কিন্তু আমিত একজন আগন্তুকের সংগে কথা বলছিলুম। সে কি করে ঢুকল এই প্রাসাদে?

সারন। আজ্ঞে এখানেত কেউ আসেনি।

শুক। এখানেত শুধু আমরাই রয়েছি।

রাবণ। না, না, এখানে একজন এসেছিল। একটা আলোর মধ্য থেকে সে যেন ফুটে বেরোল। চোখ থাকতেও তোমরা অন্ধ, তাই তাকে দেখতে পাওনি। সে আমাকে ভয়ংকর কথা বলে গেছে—ভয়ংকর কথা।

শুক। কি কথা প্রভু?

সারণ। আপনার কাছে আবার ভয়ংকর কি হতে পারে?

শুক। আপনি কি ভয় পেয়েছেন?

রাবণ। থাম। ভয়, ভয়, ভয়! ভয়কে আমি গলা টিপে মারব।

সারণ। তাইত, আপনি কখনো ভয় পান?

রাবণ। চুপ কর। হাঁা, আমি ভয় পেয়েছি, ভীষণ ভয়। কিন্তু আজই একে শেষ করে ফেলতে চাই। শুক—

শুক। আজ্ঞে প্রভু।

রাবণ। অযোধ্যা চেন?

শুক। চিনি প্রভু, সমুদ্রের পরপারে।

রাবণ। সারন—

সারন। বলুন প্রভু।

রাবণ। দশরথ কে?

সারন। অযোধ্যার রাজা, বড় পুণ্যাত্মা।

রাবণ। স্তব্ধ হও। ঐ অযোধ্যায় তোমরা দুজনে যাবে। আজই দশরথের এক পুত্র সন্তান জন্মেছে। তাকে চুরি করে এনে গলা টিপে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে, বুঝলে? কি, পারবে না?

শুক। আজ্ঞে প্রভু শিশু হত্যা?

রাবণ। হ্যাঁ তাই, যদি না পার তবে তোমাদের প্রাণ দণ্ড।

শুক। আজ্ঞে পারব প্রভু।

সারণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারব।

রাবণ। তবে যাও, এখুনি বেরিয়ে পড়। ওকে শেষ করলে আমার শান্তি। আমাকে বধ করবে ঐ নর সন্তান, হা হা হা হা—

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[বিশ বৎসর পর। স্বর্ণলংকার পূর্বোক্ত দরবার কক্ষ। কক্ষের দ্রব্যসামগ্রীর কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কক্ষের মধ্যে বিশেষ একটা স্তম্ভের দিকে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।]

মন্দোদরী। হ্যাঁরে মেঘনাদ, তোর বাবাত এখনও ফিরল না?

মেঘনাদ। তুমি এত ভাবছ কেন বলত মা? বাবাত বেশিদিন যায়নি।

মন্দোদরী। বেশি দিন নয় কিরে! তোর বাবা পঞ্চবটি বনে যাবার পর দশ দিন দশ রাত্রি কেটে গেছে। সামান্য একটা মানুষকে শাস্তি দিতে এত দেরি লাগে?

মেঘনাদ। আমি চলে যাব মা?

মন্দোদরী। কোথায়?

মেঘনাদ। পঞ্চবটি বনে।

মন্দোদরী। না না বাবা, তার দরকার নেই। তোর পিতা ত্রিভুবনজয়ী বীর। সামান্য মানুষ রামচন্দ্র তাঁর কি করতে পারে?

মেঘনাদ। এইত ঠিক কথা বলেছ। মিছিমিছি তবে তুমি ভেবে মরছ কেন?

মন্দোদরী। ভাবি কি আর সাধে রে! আমার যেন কেমন ভয় ভয় করে আজকাল।

মেঘনাদ। সেকি মা, তুমি মেঘনাদের জননী, তুমি আবার কাকে ভয় কর? আমায় একবার বল, এখুনি তার মুণ্ডপাত করি।

মন্দোদরী। পাগল ছেলে! আমি আবার ভয় করব কাকে? আমার কথাটা তুই ঠিক বুঝলি না।

মেঘনাদ। আচ্ছা মা, রামচন্দ্র কি পঞ্চবটি বনের সব রাক্ষসকে বধ করেছে?

মন্দোদরী। সব। তোর পিসিমাই শুধু প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। আর রামের ভাই লক্ষ্মণ তার কি অবস্থা করেছে সেত নিজের চোখেই দেখেছিস।

মেঘনাদ। যাই বল মা, পিসিমারও দোষ আছে।

মন্দোদরী। যতই দোষ থাক, তাবলে এই ভাবে নারী নির্যাতন করবে?

মেঘনাদ। সেটা অবশ্য অন্যায়। আর সেই জন্যেই ত বাবা অত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আচ্ছা মা, খর আর দূষণত কম বীর ছিল না, রামচন্দ্র তাদের বধ করল কি করে?

মন্দোদরী। মনে হয় রামচন্দ্রও কম বীর নয় বাবা। আর একটা ব্যাপার কি জানিস?

মেঘনাদ। কি মা?

মন্দোদরী। তোর বাবা ঘুমের ঘোরে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র বলে মাঝে মাঝে ডেকে ওঠেন।

মেঘনাদ। সেকি মা! এর মানে?

মন্দোদরী। এর মানে ত আমিও বুঝতে পারছি না।

মেঘনাদ। বাবাকে জিগ্যেস করেছিলে?

মন্দোদরী। করেছি। কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাসই করেন না। বলেন, আমি নাকি ভুল শুনেছি। রামচন্দ্র তাঁর চিরবৈরী। ও নাম তিনি কখনও উচ্চারণ করতে পারেন না। ঘুমের ঘোরেও না।

মেঘনাদ। তুমি ভুল শোননিত মা?

মন্দোদরী। না বাবা, এ ভুলের কথা নয়। আজ থেকে বিশ বছর আগে যেদিন রামচন্দ্র জন্মেছেন—সেদিন থেকেই তোর বাবার এই ভাবান্তর। আচ্ছা মেঘনাদ, একটা কথা অনেকেই ফিসফাস করে, সেটা কি সত্য ?

মেঘনাদ। কোন কথাটা বলত ?

মন্দোদরী। রামচন্দ্র নাকি মানুষ নয়, সে নাকি স্বয়ং নারায়ণ—নরদেহ নিয়ে জন্মেছেন।

মেঘনাদ। হা হা হা—এবার তুমি আমায় হাসালে মা। এই মিথ্যে কথাটা রামচন্দ্র বেশ কৌশলের সংগে প্রচার করেছে দেখছি।

মন্দোদরী। কথাটা মিথ্যে ?

মেঘনাদ। সম্পূর্ণ। আসলে রামচন্দ্র হচ্ছে রাজ্যলোভী। সে চতুর্দিকে নিজের রাজ্যবিস্তার করতে চায়।

মন্দোদরী। সেত বনবাসী বাবা।

মেঘনাদ। বনবাসী কি আর সাধে হয়েছে ? ভরত তাড়িয়ে দিয়েছে —তাই।

মন্দোদরী। ভরত তাড়াবে কেন ? রামচন্দ্রত পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে এসেছে।

মেঘনাদ। ওপর থেকে ব্যাপারটা ঐরকমই দেখতে, কিন্তু ভেতরে অন্যরকম। রামচন্দ্র শুধু সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আমাদের এই লংকাপুরীর দিকেও তার বেশ নজর—শুধু সমুদ্রটা পেরোবারই ক্ষমতা নেই।

মন্দোদরী। কি জানি বাবা, তোদের রাজনীতির ব্যাপার আমি কিছুই বুঝি না

মেঘনাদ। যাকগে, “রামচন্দ্র ভগবান” এই হাসির কথাটায় তুমি যেন আর কান দিও না মা।

মন্দোদরী। আজ আমার সবই যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রে। যাক, তুই ব্রহ্মার কাছে যা, শাস্ত্র পাঠ করগে। হ্যাঁ, শুককে একবার পাঠিয়ে দিস্‌ত।

মেঘনাদ। আচ্ছা মা।

[মেঘনাদের প্রস্থান]

মন্দোদরী। এতদিন সুখ ছিল, শান্তি ছিল,
দ্বিধা দ্বন্দ্ব না ছিল এ প্রাণে।
এতদিন হৃদয় আমার
ছিল যেন শান্ত সরোবর,
টলমল জল তার শীতল নির্মল।
তারে তীরে পত্রপুষ্পে সুশোভিত
শ্যাম বৃক্ষরাজি। শাখে শাখে
গাহে পাখি সুললিত স্বরে।
বিচিত্র ঐশ্বর্যে পূর্ণ স্বর্ণ-লংকাপুরী,
বীর স্বামী, বীর পুত্র, সুখের সংসার,
উদ্বেগবিহীন এক মধুর জীবন।
কিন্তু সেই শান্ত সরোবর
তরংগবিক্ষুব্ধ হল কি কারণে যেন।
জানিনা, বুঝিনা কিছু,
অসহায় সম শুধু আন্দোলিত হই।

[শুকের প্রবেশ]

শুক। আমায় ডেকেছেন মা?

মন্দোদরী। আজ দশদিন হয়ে গেল, মহারাজ পঞ্চবটি থেকে এখনোত ফিরল না?

শুক। আমিও সেই কথাই ভাবছি মা।

মন্দোদরী। উনি কদিনের কথা বলে গিয়েছিলেন ?

শুক। বলেছিলেনত তিন দিনের কথা।

মন্দোদরী। তাহলে ?

শুক। ভয়ের কিছু নেই মা।

মন্দোদরী। তোমরা সবাইত বলছ ভয়ের কিছু নেই। মেঘনাদও তাই বলে গেল। কিন্তু ভরসাওত কিছু পাচ্ছিনা।

শুক। কাউকে পঞ্চবটি বনে পাঠাব কি ?

মন্দোদরী। তার দরকার নেই। অধৈর্য হয়ে কাউকে ওখানে পাঠালে উনি হয়ত রাগ করবেন।

শুক। সে কথা ঠিক।

মন্দোদরী। আচ্ছা শুক, তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব ?

শুক। দাসকে প্রশ্ন করবেন, তার জন্যে আবার অনুমতি চাইছেন কেন মা ?

মন্দোদরী। আজ থেকে বিশ বছর আগে রামচন্দ্রের যেদিন জন্ম হয়, সেদিনের কথা তোমার মনে পড়ে ?

শুক। আজ্ঞে পড়ে।

মন্দোদরী। সেই সময় উনি তোমাকে আর সারনকে অযোধ্যায় পাঠিয়েছিলেন না ?

শুক। হ্যাঁ মা।

মন্দোদরী। কেন পাঠিয়েছিলেন ?

শুক। আপনিত সবই জানেন।

মন্দোদরী। কেন পাঠিয়েছিলেন তা অবশ্য জানি। কিন্তু একটা কথা জানি না।

শুক। সেটা কি মা ?

মন্দোদরী। যে কাজ তোমাদের করতে পাঠানো হয়েছিল সেটা সমাধা

শুক। সেটা সমাধা হবার নয়।

মন্দোদরী। কেন? শিশু হত্যা করতে ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

শুক। তা নয় মা।

মন্দোদরী। তবে?

শুক। তাঁকে হত্যা করা যায়না।

মন্দোদরী। কারণ?

শুক। তিনি যে স্বয়ং নারায়ণ।

মন্দোদরী। চুপ কর অর্বাচীন। তোমরা সবাই ঐ এক কথা শিখেছ। তুমি, বিভীষণ, সবাই।

শুক। দাসের ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করবেন। এ কথা সত্যি।

মন্দোদরী। কি করে বুঝলে তুমি?

শুক। আমি আর সারন যখন চুপি চুপি তাকে ধরতে গেলাম, তখন কি হল জানেন?

মন্দোদরী। কি হল?

শুক। সেই ছোট্ট শিশু হঠাৎ আমাদের দিকে চেয়ে হাঁ করল, আর দেখলাম কোটি কোটি বিশ্ব, গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কাপিণ্ড তার মুখগহ্বরে অহরহ প্রবেশ করছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে—

মন্দোদরী। থাম, থাম, আমি আর সইতে পারছি না। আমিও দেখেছি ঐ দৃশ্য।

শুক। আপনি!

[চিৎকার করতে করতে সারনের প্রবেশ]

সারণ। সর্বনাশ হয়েছে মা, সর্বনাশ হয়েছে!

শুক। ব্যাপার কি ?

মন্দোদরী। কি হয়েছে সারন ?

সারন। স্বর্ণলংকায় একি অশুভ সূচনা !

মন্দোদরী। কি হয়েছে বল শিগগির।

সারন। দেবী চামুণ্ডা লংকা ছেড়ে অদৃশ্য হয়েছেন

মন্দোদরী। সেকি !

শুক। সর্বনাশ !

সারন। এতদিন ধরে নগরের প্রধান প্রবেশ দ্বারে যে প্রস্তর বেদীর ওপর তিনি খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মানা ছিলেন, আজ দেখলাম সেই বেদী শূন্য। আর, বেদীর ওপর কার যেন অশ্রুজল।

শুক। দেবী নিশ্চয়ই ক্রন্দন করেছেন।

মন্দোদরী। কেন. এমন হল ? কি দুঃখে তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন ?

সারণ। তাত জানি না মা।

মন্দোদরী। শুক, তুমি কিছু জান ?

শুক। না মা, কিছুই বুঝতে পারছি না :

মন্দোদরী। তোমরা কেউ কিছু জান না ? কি করতে রয়েছ তোমরা ? কোন্ উপকারে ?

[উদ্‌ভ্রান্তের মত সরমার প্রবেশ]

সরমা। দিদি ! দিদি !

মন্দোদরী। কি বোন, কি হয়েছে তোর ?

সরমা। আমার কিছু হয়নি, হয়েছে স্বর্ণলংকার। কি লজ্জা ! কি লজ্জা !

মন্দোদরী। লজ্জার কি হল ?

সরমা। অশোক কানন থেকে একটা কান্নার আওয়াজ আসছে শুনতে পাচ্ছ না ?

মন্দোদরী। কই, নাত !

সরমা। পাষাণ দেওয়াল ভেদ করে সে আওয়াজ বোধ হয় এখানে আসতে পারছে না। কিন্তু আমার কক্ষ থেকে শুনে এলুম।

মন্দোদরী। কার কান্না ? অশোক কাননে কে এসেছে ?

সরমা। বড় লজ্জা ! বড় লজ্জার কথা দিদি !

মন্দোদরী। বল্, বল্ তুই।

সরমা। মহারাজ ফিরে এসেছেন আর হরণ করে এনেছেন শ্রীরামচন্দ্রের সাধ্বী স্ত্রী সীতাকে।

মন্দোদরী। এ্যাঁ !

শুক। লংকাপতি ফিরে এসেছেন ?

সারণ। কিন্তু কাড়া, নাকাড়া, তুরী, ভেরী বাজল না কেন ?

শুক। শিগগির চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

মন্দোদরী। কি কথা শোনালি মোরে
ভগিনি সরমা ! বেশ বুঝিতেছি আমি
কাল নিশি ঘনাইছে স্বর্ণলংকাপুরে।
কেমনে ভুলিল রাজা
নল কুবেরের সেই ভয়াল ভীষণ অভিশাপ—
শৃংগার করিলে বলে তৎক্ষণাৎ ত্যাজিবে পরাণ ?
স্বামীর অন্যায় লাগি
নির্দ্দোষ ভার্যারে তার
কেহ যদি করে নির্যাতন,
তবে সেই পাপে বুঝি ভূমণ্ডল টলে !

স্বর্ণলংকা হবে ছারখার—অস্পষ্ট এ ভয়টুকু
আজ যেন স্পষ্ট হয়ে ফোটে মোর মনে।'
নারীত্বের অসম্মান সহিতে না পেরে
চামুণ্ডা ত্যাজিয়া গেছে নগরের দ্বার।
রাক্ষসেরে কে রক্ষিবে আজি?

সরমা　　একি কথা শুনি তব মুখে!
লংকার প্রবেশ দ্বারে জাগ্রতা চামুণ্ডা ছিল
অধিষ্ঠাতা হয়ে, মহাদেবী নাই আজ সেথা?
শুনেছিনু ধর্ম যারে ছাড়ে, চামুণ্ডা তাহারে
ছাড়ি যায় অন্যখানে।
কোন্ ঘৃণ্য অপরাধে লংকা আজ ধর্মচ্যুত হল?
সীতার হরণ ছাড়া ঘটেছে কি অন্য অঘটন?

মন্দোদরী　　সতীর নয়ন জলে কলুষিত অশোক কানন,
মজাতে কনক লংকা এ ঘটনা যথেষ্ট কি নয়?

সরমা　　মহারাজে সযতনে বুঝাও গো দিদি,
সীতারে ফিরায়ে দিতে
শ্রীরামের করে।

মন্দোদরী　　মহারাজে আমি বুঝাইব?
কোনদিন দেখিয়াছ লংকার নৃপতিরে
অন্য কারো অভিমত করিতে গ্রহণ?
আত্মতেজে, আত্মগর্বে, আত্মমদে
মত্ত দশানন, তুচ্ছ জ্ঞান করে সকলেরে।
উপদেশ, ধর্মকথা, নীতিশাস্ত্র শুনিলে সে
রুষ্ট হয়ে ওঠে। বলে, যত মূর্খ শাস্ত্রবিদ্
রুগ্ন, পংগু, অসহায় অভাজন তরে

রচিয়াছে মূর্খ যত নীতি।
আপন বীর্যের বলে
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালেরে জিনে যেই জন,
প্রচলিত রীতি দিয়ে
হয়নাত পরিমাপ তার।
গোষ্পদ কভু কি পারে নিজ বক্ষে
পরিপুর্ণ গগনের ছায়া ধরিবারে?

সরমা। সত্য কথা বলিতে কি দিদি,
এমন সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ বাণী
ত্রিভুবনে কোনদিন কহে নাই কেহ।
আমাদের মহারাজ নহে সাধারণ।
বিশাল সৃষ্টির মাঝে যত গুণ আছে,
আত্মসমর্পন ছাড়া সব গুণ গুলি যেন
তাঁর মাঝে পুর্ণ রূপে হয়েছে প্রকাশ।
প্রচলিত শাস্ত্রের সাধারণ মানদণ্ডে
অসাধারণের কভু চলে কি বিচার?

মন্দোদরী। ধর্ম্মেরে লংঘিয়া গেলে
অসাধারণত্ব এক বোঝা হয়ে পড়ে।
সে বোঝা পিষিয়া মারে অসাধারণেরে।

সরমা। সে কথা অবশ্য ঠিক।
জানকীরে ফিরে দিতে বল,
সৌভাগ্য উদিবে পুনঃ
লংকার মাঝারে।

[এমন সময় রাবণের আগমণ ঘোষণা করে কাড়া, নাকাড়া আর শিঙা বেজে ওঠে]

মহারাজ আসিছেন হেথা।
আমি এবে যাই।

[সরমার প্রস্থান]

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ　　শত্রুকে দিয়েছি শাস্তি—কঠিন ভীষণ।
ফিরে এনু গৃহে আজি বিজয়ীর বেশে
অরির সকল দম্ভ ভূলুণ্ঠিত করি।
কহ গো সুন্দরি মোর,
বিরস বদনে কেন একাকিনী রয়েছ হেথায়
নিরানন্দ মনে? আঁখিতারা
কেন মেঘাবৃত? অধরোষ্ঠ কেন শব্দহীন?
হাস্যে লাস্যে মিলনের শতছন্দ তুলে
কেন মোরে অভ্যর্থনা
জানালে না রাণী?

মন্দোদরী　　উল্লাসের কিবা হেতু
বুঝিতে না পারি মহারাজ।
শাস্তি কি পেয়েছে শত্রু?

রাবণ　　একি বানী সুভাষিণী শুনি তব মুখে!
শত্রু মোর শাস্তি পায় নাই—
এমন অদ্ভুত কথা কহে কোন্ জন?

মন্দোদরী　　সর্ব্বজন কহে। নিরপরাধিণী এক
সতী সাধ্বী কুলনারী
শত্রু হল দেবজয়ী বীর রাবণের?

রাবণ।　　চিরন্তন ঈর্ষা স্ত্রীলোকের।

মন্দোদরী। ঈর্ষার কোন হেতু নাই মহারাজ।
অযুত সপত্নী লয়ে যে রমণী
বাঁধিয়াছে ঘর, আর এক সপত্নী
যদি আসে গৃহে তার, কিবা
ক্ষতি তাহে? সুবিশাল সাগরের
জলস্ফীতি হয়নাত এক বিন্দু
বারি বৃদ্ধি হলে।

রাবণ। সীতার হরণে তবে এত ক্ষোভ কেন?

মন্দোদরী। সীতা নহে অপরাধী, তাই এত ক্ষোভ।

রাবণ। সীতা নহে অপরাধী!
এ উক্তির যুক্তি কি যে বুঝিতে না পারি;
স্বামী তার রামচন্দ্র, সেও দোষী নহে?
কহ শুনি কি মত তোমার?

মন্দোদরী। একের দোষের তরে শাস্তি পাবে
অন্য এক জনা? শ্রীরামের
অপরাধে মর্যাদা হারাবে তার
সাধ্বী স্ত্রী সীতা?

রাবণ। সীতা বড় প্রিয়তমা রামের নিকটে:
সীতারে লাঞ্ছনা দিলে
জ্বালাময়ী শর তার বিঁধে রঘুবরে।

মন্দোদরী। এ নীতির আখ্যা কিবা হবে?

রাবণ। এর নাম রাজনীতি– স্ত্রীলোকের
বুদ্ধির অতীত।

মন্দোদরী। এই যদি রাজনীতি হয়, কাপুরুষতাই তবে
শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। অধর্মের ভয় তব

নাই মহারাজ?

রাবণ। নির্বোধ রমণী! ধর্মের অর্থ জান তুমি?
বল দেখি ধর্ম কারে বলে?

মন্দোদরী। যাহা করে সকলের মংগল সাধন,
ধর্ম তার নাম।

রাবণ। মূর্খ! মূর্খ!
তোমার কথার অর্থ সত্য হলে জেনো
ধার্মিক বলিয়া কেহ নাহি ভূমণ্ডলে।
এ বিশ্বে সবার ইষ্ট কে সাধিতে পারে?
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—
সর্বত্র চাহিয়া দেখ, যে কার্য মংগল আনে
কোন এক দিকে,
অমংগলে আবরিয়া ফেলিতেছে সেই কার্য
অন্য এক দিক।
খর নদী ধীরে ধীরে মৃত্তিকার স্তূপ রচি
ভরাট করছে এক তীর। পলিমাটি দিয়ে গড়া
উর্বর ভূখণ্ড সেথা
দিনে দিনে লভিছে বিস্তৃতি।
সুবর্ণ শস্যের হাসি ফুটিছে সেথায়
আর নব নব জনপদ গড়িয়া উঠিছে কত
স্বপ্ন-মুগ্ধ মানবের হর্ষ কলরবে।
কিন্তু চাহিয়া দেখ
নদীটির অন্য তীরে,
কি এক করাল দৃশ্য হানিছে ভ্রূকুটি!
রাক্ষসী স্রোতের ধারা

গ্রাস করি ফেলিতেছে শস্য খেত, জনপদ,
চাষীর কুটীর। প্রমত্ত তরংগ গর্ভে
মিলাইছে মানবের কীর্তি শত শত।
এক তীরে আনন্দের বিচিত্র উল্লাস,
অন্য তীরে ব্যথিতের শোকার্ত ক্রন্দন।
প্রকৃতির একই ক্রিয়া দুই তীরে ফুটাইছে
দুটি ভিন্ন রূপ।
এ বিশাল বিশ্বমাঝে সবার মংগল তুমি
দেখেছ কোথাও?

মন্দোদরী প্রাণীরা প্রকৃতি নহে।
ধর্মাধর্ম কোন বোধ নাই প্রকৃতির।
আপনার অন্ধ বেগে স্বীয় কর্ম করে যায়,
শুভাশুভ দেখেনাত চাহি।
রয়েছে প্রাণীর কিন্তু স্বতন্ত্র স্বভাব।
সে তার কর্মের ক্ষেত্রে
সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে যদি বাসনা করে,
তবে শুভ ঘটাইতে পারে সকলের।

রাবণ। তুমি পার সকলের শুভ করিবারে?

মন্দোদরী কেন পারিব না?

রাবণ। হাসায়োনা, হাসায়োনা আর মোরে রাণী।
যে প্রাণী করিবে শুভ অন্য সকলের,
অস্তিত্বের ভিত্তি তার দাঁড়ায়ে রয়েছে বহু
অশুভের যোগফল পরে।

মন্দোদরী আমার অস্তিত্বে আছে অশুভের

যোগফল? কথার তাৎপর্য
কিছু বুঝিতে না পারি।

রাবণ　প্রতি প্রাণী বেঁচে আছে
শত শত প্রাণ বলি দিয়া।
তুমি ছিলে একদিন অতি ক্ষুদ্র শিশু—
হস্ত, পদ আরো ক্ষুদ্র, নাহিক শকতি।
তারপর দিনে দিনে পুষ্ট হল দেহ, তুমি হলে
যুবতী রমনী, হলে ভার্যা,
হলে মাতা। ভেবে কি দেখেছ
কভু কোথা হতে শক্তি আহরিয়া
তনু তব বৃদ্ধি পায়, লাবণ্য যোজনা
করে প্রতি অংগ মাঝে?
তোমার দেহের তরে কত শস্য,
কত লতাপাতা, কত মৎস্য,
পশুপক্ষী আহুতি দিতেছে আপনারে?
তোমার ভোজন সুখে প্রতিদিন আত্মবিসর্জিয়া
আপনার কি মংগল সাধিতেছে তারা?

মন্দোদরী।　সুচতুর বাক্যজাল যেন
আবরিয়া ফেলিতেছে বুদ্ধিরে আমার।
ধর্ম তবে কারে বলে
শুনি সেই কথা?

রাবণ।　আনন্দেরে কহে ধর্ম।
যত কোটি প্রাণী আছে
তত কোটি রয়েছে আনন্দ।
আর, বিশ্ব চরাচরে আছে ধর্ম তত কোটি।

ধর্মের প্রতিষ্ঠা জেনো
নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট স্বভাবের পরে।
একের স্বধর্ম তাই
বিষতুল্য অপরের কাছে।

মন্দোদরী। আপনার ধর্ম তবে স্বর্ণলংকা
ছারখার করা ?

রাবণ। কেন ?

মন্দোদরী। অশুভ সূচনা তার স্পষ্ট হয়ে
উঠিতেছে ক্রমে।

রাবণ। কি লক্ষণ দেখিছ তাহার ?

মন্দোদরী। লংকা ত্যাজিয়া গেছে চামুণ্ডা ভীষণা।

রাবণ। যাক্, যাক্, যেতে দাও তারে।
রাবণ করে না গ্রাহ্য চামুণ্ডার ক্ষোভ।
উত্তাল, উদ্দাম এক
আনন্দ তরংগ মোর ধর্ম সুমহান।
আমি সে আনন্দ-সুধা
পান করে যাব।

মন্দোদরী আপনারে শক্তি দেয় যত দেব দেবী।
তাহারা ছাড়িয়া গেলে
কোথা রবে শক্তি আপনার ?

রাবণ হা হা হা—আমারে যোগায় বল
যত সব ভীরু দেব দেবী ?
অজ্ঞান রমণী তুমি। নিজের শকতি
আমি নিজে গড়ে তুলি,
জান না সে কথা ?

মন্দোদরী। কি অন্ধতা! কি অন্ধতা!
আপনার যত বল সেকি আপনার?
উৎস তার কোথা আছে ভেবেছেন কভু?

রাবণ। সে উৎস জানিতে পারা
জীবনের পরম সাধনা। মন্দোদরী, প্রিয় ভার্যা মোর,
আমি যে সাধক সেই মহা সাধনার,
সেকি জান তুমি?

মন্দোদরী। কার তরে এ সাধনা? কে তিনি রাজা?

রাবণ। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র তিনি—পরমপুরুষ।
নিজের পুরুষকারে তাঁরে আমি
জয় করি লব।

মন্দোদরী। ক্ষুদ্র অংশ সমগ্রকে জয় করি লবে?
এ যে অহংকার—

রাবণ। যদি হয় এ আমার সত্য অহংকার,
তবে, অহংকারই হবে সেই জয়ের কারণ।

মন্দোদরী। তাও কি সম্ভব?

রাবণ। অসম্ভব কিছু মাত্র নয়;
যে কোন বৃত্তির দ্বারা তাঁরে লাভ করা যায়,
এ কথা তিনিই
মোর সুপ্ত চেতনায়
অস্পষ্ট আখরে যেন দিয়াছেন লিখি।

মন্দোদরী। ভক্তি দিয়ে তাঁরে লাভ, সেকি শ্রেষ্ঠ নয়?

রাবণ। স্বধর্ম-বিরোধী হয়ে তাঁর দেখা কোন দিন
পায় নাই কেহ।
আমার স্বভাব সেত তাঁহারই আশিস।

এ প্রাণের বীণা খানি
যে সুরে উঠিবে বাজি,
নিজ হাতে তিনিই যে দিয়াছেন
বাঁধি সেই সুর! সে বীণায়
যদি আমি অন্য সুর চাহি
বাজাইতে, ছিন্নতন্ত্রী হবে
যন্ত্র—লুটাবে ধূলায়।
এ কথার অর্থ কি যে,
বুঝিবেনা তুমি মন্দোদরী। অনন্ত পিপাসা
মোর কেহ বুঝিবে না।
লোকে ভাবে আমি চাই
ঐশ্বর্যের সমারোহ, রতন সম্ভার,
আমি চাই প্রতিপত্তি, চাই নারী দেহ।
নির্বোধ জনতা। কেমনে বুঝিবে তারা
উন্মত্ত, অধীর মোর যত চাওয়া গুলি
নীরবে নিভৃতে আমি সর্ব্বক্ষণ তাঁরই পায়ে
করি সমর্পণ, আমি চাই
অনন্তেরে এ বক্ষের মাঝে।

মন্দোদরী। তাই যদি চান তবে সীতারে
ফিরায়ে দিন শ্রীরামের করে।

রাবণ সীতারে হরেছি আমি অনন্তেরে
পাব বলে। শৃংগার পিপাসু
আমি নহি তার সাথে।

মন্দোদরী। এ কথা অবিশ্বাস্য।

রাবণ। কূপের ভেকের কাছে অবিশ্বাস্য

সাগরের কথা। সাগর কি
তাই বলে মিথ্যা হয়ে যায়?

মন্দোদরী। সীতারে না মুক্তি দিলে
সর্বনাশ ঘনাইবে এ স্বর্ণ লংকায়।

রাবণ। সর্বনাশ সৌভাগ্যেরে সমজ্ঞান করি আমি
সাধনার বলে। লোকে যারে
বলে সর্বনাশ, কে জানে সে কোনদিন
হয়ত আনিয়া দিবে সৌভাগ্যের পরম রতন।

[বিভীষণের প্রবেশ]

কি সংবাদ বিভীষণ? আসিয়াছ
কিবা প্রয়োজনে?

বিভীষণ। গুরুতর প্রয়োজনে আসিয়াছি আমি।
ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে লংকা ভূমি,
সবংশে নিধন হবে সমস্ত রাক্ষস,
এই কি কামনা তব হে অগ্রজ মোর?

রাবণ। পণ্ডিত প্রবর বিভীষণ,
এমন জ্যোতিষবিদ্যা কোথা হতে শিখিয়াছ তুমি?
গণনায় জানিয়াছ বুঝি
লংকা ধ্বংস হয়ে যাবে?

বিভীষণ। সূর্য ডুবিয়া গেলে অন্ধকার গ্রাসিবে মেদিনী,
একথা বুঝিতে কভু
জ্যোতিষের নাহি প্রয়োজন।

রাবণ। কি কারণে শংকা তবে পশিয়াছে মনে

লংকার সৌভাগ্য সূর্য
হবে অস্তমিত ?

বিভীষণ জানকীরে হরিয়াছ, তার পরিনাম
ধ্বংস ছাড়া আর কিছু
হতে নাহি পারে।

রাবণ। জীবন ভরিয়া আমি হরিয়াছি
সহস্র কামিনী, তবুও সোনার
লংকা ঝলমল করে, সম্পদে বৈভবে
সেত দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়
চন্দ্রকলা সম।

বিভীষণ সীতারে হরিয়া এবে
চন্দ্রের ষোলকলা পুরায়েছ তুমি মহারাজ।
এবার অন্তিম রাতি ঘনাইল হেথা।
জানকী মানবী নন্—
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তিনি নারায়ণ প্রিয়া।
রামচন্দ্র নারায়ণ নিজে,
ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ নরদেহ লয়ে।
এবার নিস্তার নাহি তোমার পাপের।

রাবণ। সাবধান বিভীষণ! জিহ্বা যদি না কর সংযত,
শাস্তি পাবে দশানন হতে।
লংকার শাসক আমি, আমি হেথা রাজা:
আমার ইচ্ছার পরে আর
কারো ইচ্ছা বড় নহে, এ কথা
ভুলোনা কভু—আদেশ আমার।

বিভীষণ। যে রাজা প্রজার ধ্বংস নিজ হাতে গড়ে,

রাজা তারে বলা নাহি যায়।
প্রজার মংগল তরে সর্ব্বস্বার্থ
ত্যাজে যেই জন, রাজা হওয়া
তারই শুধু সাজে। মুকুট পরিলে
আর সিংহাসনে বসিলেই হয়নাত রাজা।
পরার্থে সর্বস্বত্যাগী রাজার হৃদয় লয়ে
অরণ্যেও থাকে যদি কেহ,
বিশ্বে তারে সকলেই
রাজা বলে মানে। কনকলংকার তুমি
রাজা নহ আর। তুমি আজ মহাবৈরী
যত রাক্ষসের।

রাবণ। স্তব্ধ হও, উদ্ধত নির্বোধ!
তোমার রসনা আমি
উপাড়িয়া ফেলি দিব টানি।

মন্দোদরী। শান্ত কর ক্রোধ প্রভু,
বিভীষণ অনুজ তোমার।

রাবণ। থামো থামো রাণী।
পুরুষে পুরুষে যেথা বিসংবাদ চলে,
নারী কেন আসে তার মাঝে?
উদ্ধত যদি কভু, হয় কেহ রাবণ সম্মুখে
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী,
পুত্র কিবা জায়া—
নিস্তার নাহিক তার।

বিভীষণ। প্রজানুরঞ্জন লাগি আমি আজ
উদ্ধত কঠিন। তোমার আরক্ত চক্ষু

তুলিবেনা প্রাণে মোর ভীতির টংকার।
সীতারে ফিরায়ে দাও বিলম্ব না করে।

রাবণ। আদেশের ভংগী যেন
কণ্ঠে বাজে তব?

বিভীষণ। অনুরোধ আজি মোর
আদেশের মতই অটল।

রাবণ। দেখিতেছি স্পর্ধা তব
সীমা নাহি জানে।

বিভীষণ। সীতারে ফিরায়ে দাও, পুনঃ বলিতেছি।
আর যদি নাহি রাখ অনুরোধ মোর,
অশোক কানন হতে নিজ হাতে উদ্ধারিয়া
জানকীরে আমি, সমর্পিব ভগবান
রাঘবের করে।

রাবণ। এত দুঃসাহস তোর! রক্ত আঁখি
দেখাস রাবণে? এই পদাঘাতে
শাস্তি দিনু তোরে।

মন্দোদরী। একি কর, একি কর স্বামী?

রাবণ। দূর হয়ে যারে তুই লংকাপুরী হতে।
রাক্ষস কুল-কলংক তুই—
তোরে আজ দিনু আমি চির নির্বাসন।
দূর হয়ে যা—

বিভীষণ। অগ্রজ হয়ে তুমি পদাঘাত করিলে
আমারে? তোমার লংকার আর
রাক্ষসের মংগলের তরে আন্তরিক
প্রচেষ্টা মোর বুঝিলে না তুমি?

দিলে এই পুরস্কার ? সেই ভাল।
পূর্ণ হোক তব অভিলাষ।
ধর্ম যারে ত্যাজিয়াছে, তার সাথে বিভীষণ
রহে না কখনও। ছাড়ি এই লংকাপুরী
আজই আমি দূরে চলে যাব।
আমার সাধের লংকা, প্রিয় জন্মভূমি—শিশুকাল
হতে কত রস ধারা ঢালি,
আমার এ দেহ মন গড়িয়াছ তুমি। তোমারে ছাড়িতে
হবে ছিল বিধিলিপি। হে অগ্রজ দশানন,
তোমার চরণে মোর রহিল প্রণাম।
তোমার এ পদাঘাত আমার
জীবনে যেন আশীর্বাদ হয়ে জেগে রয়।

[বিভীষণের প্রস্থান]

মন্দোদরী। শোন মহারাজ,
বিভীষণে যদি তুমি এ ভাবে বিদায় দাও,
হবে সর্বনাশ।
ফিরাও, ফিরাও ওরে,
মোর কথা রাখ।

রাবণ। যেতে দাও যে যাইতে চাহে।
হৃদয়ের লঘু চপলতা রাবণেরে
করে না বিহ্বল।

মন্দোদরী। যোগ দিয়ে শ্রীরামের সাথে
ও যদি যোগায় তারে আমাদের
গুপ্ত তথ্য যত ?

রাবণ হাঃ হাঃ হাঃ—নারী বুদ্ধি
ইহারেই বলে। এক ভেক
সাথে যদি যোগ দেয়
অন্য এক ভেক, বিশাল বিক্রমশালী
ঐরাবতে তবু তারা রোধিতে কি
পারে? পদতলে পিষ্ট হয়ে
অনিবার্য মৃত্যু ডেকে আনে।
চলো, চলো, চলোগো সুন্দরি,
নৃত্যগীতে করি গিয়া
চিত্ত বিনোদন।

———

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[রাবণের দরবার]

[তরণীসেনের প্রবেশ]

[

জয়তু রামচন্দ্র, জয়তু রামচন্দ্র।
তোমার নামের মন্ত্রখানি
হৃদয়ে আমার বাজুক মন্ত্র।

[মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘনাদ। এই তরণী কি গান গাইছিস রে? কিরে, গাইতে গাইতে অমন থেমে গেলি কেন? কি গান গাইছিলি, বল? চুপ করে আছিস কেন? কথার জবাব দে।

তরণীসেন। রাম নাম করছিলুম।

মেঘনাদ। তোর স্পর্ধাত কম নয়! বাবার হুকুম মনে নেই? লংকাপুরীতে কেউ রাম নাম করতে পারবে না, জানিস না?

তরণীসেন। বিশ্বাস কর দাদা, আমি রাম নাম করতে চাইনা, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে যেন আপনি বেরিয়ে আসে ঐ নাম।

মেঘনাদ। দেখ, ন্যাকামি করিসনি। ইচ্ছে না থাকলেও আপনি রাম নাম বেরিয়ে আসে! কই আমরাত আসে না।

তরণীসেন। তোমায় কি করে বোঝাব দাদা!

মেঘনাদ। থাক্, থাক্, আমায় আর বুঝিয়ে কাজ নেই। আসলে তোরা সবাই আমাদের শত্রু।

তরণীসেন। এমন কথা তুমি কি করে বললে দাদা ?

মেঘনাদ। তাছাড়া কি, তা নাহলে তুই বাবার আদেশ অমান্য করিস ?

তরণীসেন। জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ আমি অমান্য করেছি! এ যদি সত্য হয়, তবে ভগবান যেন আমাকে কঠিন শাস্তি দেন। জ্যেষ্ঠতাত যে আমার কাছে সাক্ষাৎ ভগবান। তিনিইত আমাকে মানুষ করেছেন, অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।

মেঘনাদ। সে কৃতজ্ঞতা কি আছে তোদের ? তুইওত তোর বাবারই ছেলে!

তরণীসেন। বাবা বাবার ধর্ম পালন করেছেন, আমি আমার ধর্ম পালন করব।

মেঘনাদ। তার মানে, তোর বাবা কিছু অন্যায় করেনি, এইত ?

তরণীসেন। বলেছিত, তিনি তাঁর ধর্ম পালন করেছেন।

মেঘনাদ। তোর ধর্মটাওত ঐ রকমই হবে।

তরণীসেন। দুজনের ধর্মত এক রকম হয় না দাদা।

মেঘনাদ। তাহলে রাম নাম করছিলি কেন ?

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। কি হয়েছে ? তোমরা অমন কলহ করছ কেন ? কি হয়েছে বাবা মেঘনাদ ?

মেঘনাদ। কি হয়েছে, আপনার ছেলে তরণীসেনকেই জিগ্যেস করুন।

সরমা। কি হয়েছে তরণী ?

তরণীসেন। আমি রাম নাম করছিলুম মা, তাই দাদা আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছে।

মেঘনাদ। লংকাপুরীতে কেউ রাম নাম করতে পারবে না, বাবার এ হুকুম আপনাদের জানা নেই ?

সরমা। কি রে তরণী, তুই রাম নাম করছিলি ?

তরণীসেন। মুখ দিয়ে কেমন যেন হঠাৎ বেরিয়ে গেল মা।

মেঘনাদ। মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরোয় না, তোর অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছে ঐ নাম, তাই মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে।

সরমা। সে কথা ঠিক বাবা।

মেঘনাদ। তাহলেই বুঝতে পারছেন। আপনারা মহারাজের শত্রুতা করছেন।

সরমা। এটা কিন্তু ঠিক কথা নয়।

মেঘনাদ। নয় কেন ?

সরমা। হৃদয়ের ওপরত কোন রাজার শাসন চলে না বাবা।

মেঘনাদ। তার মানে, আপনারা রাম নাম করবেন।

সরমা। সরবে করব না, নীরবে করব। আর নীরবে ও নাম যে কত রাক্ষস করছে, তা যদি তুমি জানতে !

মেঘনাদ। কে করছে ও নাম ? রাক্ষসরা ?

সরমা। হঁ্যা বাবা, রাক্ষসরা ও নাম করে বৈকি।

মেঘনাদ। কে কে করে তাদের নাম বলতে পারেন ?

সরমা। কেন, তাদের শাস্তি দেবে বুঝি ?

মেঘনাদ। নিশ্চয়ই।

সরমা। কজনকে শাস্তি দেবে ? বিশ্বের সকলেই যে ও নাম করে, জেনে করে, না জেনে করে, তুমিও কর।

মেঘনাদ। আমি করি ? আপনার প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই। হঁ্যা, তরণীকে শাসনে রাখবেন। রাম নাম ও যেন আর কখনো না করে।　　　[মেঘনাদের প্রস্থান]

সরমা। জোরে জোরে আর রাম নাম করিসনি বাবা, শুধু মনে মনে করিস।

তরণীসেন। কেন মা, রাম নাম করলে অপরাধ হয় কেন?

সরমা। শ্রীরামচন্দ্র যে তোর জ্যেষ্ঠতাতের শত্রু।

তরণীসেন। শত্রু! ভগবান আবার কারো শত্রু হয় নাকি? বাবাত আমাকে বলেছেন, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান।

সরমা। ভগবান সত্যি। কিন্তু ভগবানও যে কারো কারো শত্রু হয়। শত্রুতা করে তারা ভগবানেরই জয়গান করে যায়।

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। সত্য বলেছ সরমা। ভগবানের শত্রুই ভগবানকে আরো বেশী মহিমান্বিত করে, উজ্জ্বল করে, পতংগ যেমন নিজে পুড়ে উজ্জ্বল করে আগুনের শিখা।

তরণীসেন। বাবা, বাবা, আমি রাম নাম করছিলুম বলে দাদা রাগ করেছে।

বিভীষণ। করবেইত। অধর্ম যেখানে থাকে, রাম নাম সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। [স্বগতঃ] শ্রীরামচন্দ্রের যেখানে অসম্মান, সেখানে আমি থাকব কেমন করে? সে স্থানত নরক—না, না, আমি চলে যাব, চলে যাব—

সরমা। কি বলছ তুমি? কি বলছ?

বিভীষণ। না না কিছুনা। আচ্ছা তরণী—

তরণীসেন। কি বাবা?

বিভীষণ। আয়, আমার কাছে আয়। হ্যাঁরে, আমি যদি এখান থেকে চলে যাই, তবে তোর খুব কষ্ট হবে, না?

তরণীসেন। বা, তুমি এখান থেকে চলে যাবে কেন?

বিভীষণ। ধর, যদি কোন কারণে যেতে হয় ?

তরণীসেন। আমিও তাহলে তোমার সংগে যাব।

সরমা। তোমার চোখ মুখ, তোমার কথার সুর আমার যেন কেমন লাগছে। কি হয়েছে সত্যি করে বল।

বিভীষণ। না, না, না, শুনোনা সে কথা, শুনোনা। সে কথা সইতে পারবে না।

তরণীসেন। বাবা, তুমি অমন করছ কেন ?

বিভীষণ। ওরে, তোর জ্যেষ্ঠতাত আমাকে নির্বাসন দিয়েছে, এখুনি লংকা ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে যেতে হবে। সীতার মুক্তি চেয়েছিলুম বলে এই আমার পুরস্কার।

সরমা। [বেদনায়, বিস্ময়ে বিহ্বল] সীতার মুক্তি চেয়েছিলে বলে এই পুরস্কার! লংকা ছেড়ে চলে যাবে! না, না, না, তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেবনা। [পায়ে পড়ে]

বিভীষণ। ওঠ, ওঠ, পা ছাড়, দৃঢ় হও। এটা কান্নার সময় নয়। আমি যাচ্ছি আমার কর্তব্য করতে, তোমরা এখানে থেকে তোমাদের কর্তব্য কর। হ্যাঁ—তরণী যেন জ্যেষ্ঠতাতের প্রত্যেকটি আদেশ নত মস্তকে মান্য করে চলে—সে আদেশ যাই হোক। জ্যেষ্ঠতাত ওকে অস্ত্রবিদ্যা দান করেছেন, তিল তিল করে ওকে গড়ে তুলেছেন, ও যে জ্যেষ্ঠতাতেরই সৃষ্টি, জ্যেষ্ঠতাত ওর গুরু। এবার আমায় বিদায় দাও সরমা।

সরমা। না না আমি পারব না।

বিভীষণ। আমাকে যে হাসিমুখে বিদায় দিতে হবে। এ তোমার কি মোহ। শ্রীরামচন্দ্র যার ধ্যান, জ্ঞান, তার আবার শোক কিসের ? চোখ মোছ, লক্ষ্মীটি। আমি তোমার হাসিমুখ দেখতে চাই—কই মোছ—[সরমা চোখ মোছে] এবার হাসির মাধুরী ফুটে উঠুক

তোমার মুখে—এইত—। তরণী—[তরণী সাড়া দেয়না] ও—আমার ওপর অভিমান হয়েছে—আমি চললাম বাবা, শ্রীরামচন্দ্র তোমাদের সহায়।

[বিভীষণ গমনোদ্যত। খানিকটা যাবার পর তরণী "বাবা" বলে চিৎকার করে উঠে বিভীষণের দিকে যেতে চায়। বিভীষণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে ফিরে তাকায়। সরমা "তরণী" বলে ডেকে উঠে ছেলেকে আটকে রাখে। তরণী মায়ের বুকে মুখ লুকোয়। হঠাৎ বাইরে একটা গণ্ডগোল ওঠে। বহু রাক্ষসের চিৎকার শোনা যায়। সরমা ও তরণীসেন প্রস্থান করে। মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘনাদ। বাইরে অত গণ্ডগোল কিসের ? শুক—সারণ—আশ্চর্য, কেউ এখানে নেই কেন ? ভগ্নদূত—কোথায় যে সব থাকে—এত ছুটোছুটি করছে কেন সবাই ? কি হল, কি হল রাক্ষসদের ?

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। ব্যাপার কি মেঘনাদ ? বাইরে রাক্ষসরা অত হৈ চৈ করছে কেন ?

[ভগ্নদূতের প্রবেশ]

ভগ্নদূত। মহা বিপদ উপস্থিত মহারাজ।

রাবণ। কি সংবাদ ভগ্নদূত ?

ভগ্নদূত। কোত্থেকে একটা বানর এসে আম্রবনে ঢুকেছে।

রাবণ। এ্যাঁ !

মেঘনাদ। বানর !

ভগ্নদূত। সমস্ত আম সে খেয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, গাছগুলোকে

সে ভাঙ্ছে মট্মট্ করে আর ডালগুলো রাক্ষসদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে।

রাবণ। আর তোমরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্ছ, না?

ভগ্নদূত। আজ্ঞে মহারাজ, কতগুলো রাক্ষস বানরটাকে ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু এক এক লাথিতে সে রাক্ষসগুলোকে মেরে ফেলেছে।

রাবণ। সামান্য একটা বানরের সঙ্গে তোমরা পারছ না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

ভগ্নদূত। এ বানর সামান্য নয় মহারাজ। এ অসীম শক্তিধর। বীর জাম্বুমালী আর ধুম্রলোচন পর্য্যন্ত একে ধরতে গিয়েছিল—

রাবণ। এখনও তারা বানরটাকে বেঁধে আনছে না কেন?

ভগ্নদূত। বানরের হাতে তারা নিহত হয়েছে।

রাবণ। এ্যঁা, জাম্বুমালী আর ধুম্রলোচন নিহত!

ভগ্নদূত। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।

রাবণ। মেঘনাদ, তুমি সত্বর যাও। ঐ পাপিষ্ঠ বানরটাকে অবিলম্বে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস।

মেঘনাদ। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[মেঘনাদের প্রস্থান]

রাবণ। যাও ভগ্নদূত, মেঘনাদের রথ প্রস্তুত করতে বল।

[দূতের প্রস্থান]

রাবণ।
লংকার আম্রবনে বানর এসেছে এক।
কোথা হতে এল
তাহা বুঝিতে না পারি। এ বানর কে?
কোথায় আবাস এর?
কেমনে সে দিল পাড়ি
সুবিশাল সমুদ্র ভীষণ?

বিপুল রহস্যে ভরা গ্রন্থি এক
বাধিয়াছে জীবনে আমার।
মোচন করিতে গ্রন্থি ইচ্ছা
নাহি হয়—শুধু তার পাকে
পাকে আমি যেন চলিয়াছি
মন্ত্রমুগ্ধ সম।

[শুক ও সারণের প্রবেশ]

রাবণ। এইযে শুক, সারণ, তোমরা কোথায় থাক বলত ?

শুক। আজ্ঞে, আমরাত সব সময়ই আপনার কাছে কাছে রয়েছি।

সারণ। আজ্ঞে তাইত।

রাবণ। এইযে একটা বানর এসে লংকায় হুলুস্থুলু বাধিয়েছে, তার কোন খবরই তোমরা রাখ না।

শুক। আজ্ঞে, সেই খবরটা দিতেইত এলুম।

রাবণ। এতক্ষণে সেই খবর দিতে এলে ?

সারণ। আজ্ঞে, বেশিক্ষণত হয়নি।

রাবণ। থাম। আচ্ছা শুক, এই বানরটা কোত্থেকে এসেছে জান ?

শুক। আজ্ঞে, সমুদ্রের ওপার থেকে।

রাবণ। ও কে ?

শুক। আজ্ঞে, রামের চর।

রাবণ। রাম, রাম, রাম – তোমাদের না বারণ করেছি ও নাম আমার কাছে করবে না।

শুক। আপনিত জিগ্যেস করলেন মহারাজ।

রাবণ। আমিত বানরের কথা জিগ্যেস করেছি।

শুক। আজ্ঞে, ও নাম উচ্চারণ না করলে বানরের পরিচয় দেব কি করে ?

রাবণ। চুপ কর। আচ্ছা—বানরটা সমুদ্র পেরিয়ে এল কি করে জান ?

শুক। আজ্ঞে না।

রাবণ। সারণ জান ?

সারণ। আজ্ঞে না।

রাবণ। ও এখানে কি জন্যে এসেছে ? কি, কথা বলছ না কেন ? আচ্ছা শুক ? রাম নাকি নারায়ণ ? তুমি বিশ্বাস কর এ কথা ?

শুক। আ—আ—আমি, কি যে বলেন প্রভু !

রাবণ। সারণ তুমি ?

সারণ। আজ্ঞে, রাম একটা ভিখিরি।

রাবণ। রাম নারায়ণ, এই গুজবটা লংকায় কে অত করে রটাল বলত ? নিশ্চয়ই ঐ হতভাগা বিভীষণটা, না ?

[রজ্জুবদ্ধ বানরকে নিয়ে মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘনাদ। দুরাত্মা বানরকে বন্দী করে এনেছি মহারাজ।

রাবণ। তোমার বীরত্বে আমি প্রীত মেঘনাদ। এর জন্যে তোমাকে পুরস্কার দেব। তারপর হে শাখামৃগ, লংকায় আপনার কি জন্যে আগমন ?

বানর। হাওয়া খেতে।

রাবণ। তুমি যেখানে থাক, সেখানে কি খাওয়ার মত হাওয়া নেই ?

বানর। ছিল। তবে কোথাকার একটা রাক্ষস যেন কিছুদিন আগে সেখানে গিয়েছিল। তাতে জায়গাটার হাওয়া একটু দূষিত হচ্ছে

যায়। তাই ভাবলাম, সমুদ্র থেকে খানিকটা বিশুদ্ধ বায়ু নিয়ে আসি।

রাবণ। তোমার আবাস কোথায় ?

বানর। পঞ্চবটি বনে।

রাবণ। তোমার পরিচয় ?

বানর। আমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দাস।

রাবণ। ও, তুমি তাহলে রামের গুপ্তচর ?

বানর। আজ্ঞে গুপ্তচর নই, তবে দূত বলতে পারেন।

রাবণ। কি তোমার দৌত্য ?

বানর। এই বলছিলুম, সীতা মাকে ভালয় ভালয় ছেড়ে দিলে ভাল হয় নাকি ?

রাবণ। তুমি তাহলে অশোক কাননে গিয়েছিলে ?

বানর। অশোক কানন, আম্রকানন, কদলী কানন, সবই ঘুরে এসেছি।

রাবণ। সীতাকে ছেড়ে দেবার জন্যে কি ধরে আনা হয়েছে ?

বানর। না ছাড়তে চাইলে, গলায় পা দিয়ে বাধ্য করা হবে—

মেঘনাদ। এখুনি এ বানরকে আমি হত্যা করব।

বানর। ও বাবা, এ আবার এক কাঠি সরেস।

রাবণ। তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জান ?

বানর। কি করে জানব ? আগেত আর আপনার সংগে দেখা হয়নি।

রাবণ। আমি লংকাধিপতি রাবণ।

বানর। ও, আপনিই তাহলে সীতা মাকে চুরি করে এনেছেন !

রাবণ। থাম—

বানর। ওঃ এত জোরে চেঁচালেন যে মাথাটা ঘুরে গেল।

রাবণ। তুমি কেন এসেছ লংকায় ?

বানর। এই, মা জানকীকে আশ্বাস দিতে।

রাবণ। কিসের আশ্বাস ?

বানর। শিগগিরই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব—তার।

রাবণ। হা হা হা—তুমি করবে সীতা উদ্ধার ?

বানর। শ্রীরামচন্দ্র করবেন।

রাবণ। সাগর ডিঙোবে কি করে ?

বানর। নারায়ণ কি না পারেন।

রাবণ। নারায়ণ কে ?

বানর। শ্রীরামচন্দ্র।

রাবণ। ঐ ভিখিরিটা ?

বানর। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট।

রাবণ। এবার তোমাদের সম্রাটকে একটু শিক্ষা দেব।

বানর। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে তার জন্যে বসে আছেন।

রাবণ। আচ্ছা, তুমি সাগর ডিঙোলে কি করে ?

বানর। কেন, কায়দাটা শিখে নিতে চান বুঝি ?

রাবণ। আমরা মায়াবী রাক্ষস, হাজার কায়দা জানি।

বানর। শুধু বাঁচার কায়দাটা বাদে।

রাবন। জান, তোমাকে আমি এখুনি বধ করতে পারি।

বানর। অতই সোজা কিনা।

রাবণ। দেখবে তাহলে—জল্লাদ ?

মেঘনাদ। না বাবা, ও দূত। ওকে হত্যা করে কাজ নেই। তার চেয়ে ওকে একটা নতুন রকমের শাস্তি দেব।

রাবন। কি শাস্তি ?

মেঘনাদ। ওর লেজে তেলে ভেজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেব। বেটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাবে।

বানর। বা—বাবাবা—রাক্ষসের ব্যাটার কি মাথা রে!

মেঘনাদ। চুপ কর। আপনি কি বলেন পিতা?

রাবণ। তোমার যা ভাল মনে হয় কর। ওকে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

[হনুমানকে নিয়ে মেঘনাদের প্রস্থান। নেপথ্যে তরণীর গান শোনা যায় "জয়তু রামচন্দ্র"]

রাবণ। কে, কে, কে গাইছে ঐ গান? শুক, সারন—শিগগির ধরে নিয়ে এস ওকে।

উভয়ে। আজ্ঞে এখুনি যাচ্ছি।

[উভয়ের প্র

রাবণ। লংকাপুরীতে কার এত স্পর্ধা, আমার আদেশ অমান্য করে রাম নাম গায়?

[তরণীকে নিয়ে শুক ও সারনের প্রবেশ]

কি, তরণীকে নিয়ে এলে কেন?

শুক। আজ্ঞে—

তরণীসেন। জ্যেষ্ঠতাত, আমিই রাম গান করছিলাম।

রাবণ। সেকি! তোমার এই কাজ? শোননি আমার আদেশ?

তরণীসেন। শুনেছি। তবুও কি জানি কেন, হৃদয় থেকে অজ্ঞাতসারে রাম নাম বেরিয়ে আসে!

রাবণ। তরণী! তোমার পিতা আমার বিরুদ্ধে গেছে, তুমিও যাবে?

তরণীসেন। না না মহারাজ, এ প্রাণ থাকতে আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব না। আপনি আমায় শাস্তি দিন, আমার মৃত্যুদণ্ড দিন। আমি

রাম নাম করতে চাইনা, তবু কে যেন ঐ নাম আমার কণ্ঠে এনে দেয়—মৃত্যুদণ্ডই আমার যোগ্য শাস্তি।

রাবণ। তোমায় শাস্তি দিতে আমিত পারব'না তরণী, তোমায় যে বড় ভালবাসি। যাও আর কখনো ঐ নাম করোনা।

[তরণীর প্রস্থান। এমন সময় দূরে কোলাহল ওঠে। গবাক্ষ পথে আগুনের হল্কা দেখা যায়। আগুনের তেজ ও কলরব যেন ক্রমশঃই বাড়তে থাকে।]

রাবণ। কি ব্যাপার? দূরে অত আগুন কিসের? আকাশ যেন লাল হয়ে গেছে। সকলে অমন আর্তনাদ করছে কেন? আগুন কোথেকে এল? শুক—সারণ—

উভয়ে। আজ্ঞে মহারাজ—

রাবণ। আগুন জ্বলছে কিসের?

সারণ। আজ্ঞে আমি বুঝেছি।

রাবণ। কি বলত?

সারণ। আজ্ঞে হনুমানকে খুব শাস্তি দিয়েছেত, তাই আনন্দে সবাই আতসবাজি পোড়াচ্ছে।

রাবণ। কিন্তু, এটাত ঠিক বাজির আগুনের মত মনে হচ্ছেনা। তাছাড়া সকলে অমন কান্নার মত আওয়াজ করছে কেন?

সারণ। আজ্ঞে মহারাজ, আনন্দটা খুব বেশি হলে চিৎকারটা কান্নার মতই শোনায়।

[ভগ্নদূতের প্রবেশ]

ভগ্নদূত। নিদারুণ দুঃসংবাদ মহারাজ, লংকার সর্বনাশ হয়েছে।

রাবণ। কি হয়েছে?

ভগ্নদূত। লংকা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাক্ষসদের বেশির ভাগ ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে।

রাবণ। কি করে ?

ভগ্নদূত। ঐ হনুমান মহাপরাক্রমশালী। সে তার জ্বলন্ত লাঙুল দিয়ে এক চাল থেকে আর এক চালে লাফিয়ে লাফিয়ে সব ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলেছে। রাজকুমার মেঘনাদও তাকে কিছু করতে পারেনি।

রাবণ। মূর্খ! তখনই বলেছিলাম বানরকে বধ করতে। যাও, শিগগির মেঘনাদকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[দূতের প্রস্থান]

[দ্রুত মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘনাদ। আমি এসেছি পিতা।

রাবণ। লংকার একি সর্বনাশ হল ?

মেঘনাদ। আমি যেন কেমন দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমাকে আপনি শাস্তি দিন।

[আগুনের তেজ ও কোলাহল আরও তীব্র হয়

রাবণ। যাক, যাক, সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক, তবু রাবণ নত হবেনা, কখনো না। রাবণকে বশ করবে ভয় দেখিয়ে? রাবণ ভয়ের চেয়েও ভয়ংকর—হা হা হা—

[তৃতীয় দৃশ্য]

[অশোক কানন। সীতা আকাশের দিকে চেয়ে উদাসীনের মত বসে রয়েছে। শান্ত পরিবেশ। সরমার প্রবেশ। সে অনেকক্ষণ সীতাকে দেখে। সীতা তার উপস্থিতি টের পায় না। ধীরে ধীরে সরমা সীতার কাছে যায়। সীতা চমকে ওঠে।]

সরমা। ওকি, অমন চমকে উঠলে কেন?

সীতা। ভাবলাম, আবার বুঝি কোন চেড়ি এল।

সরমা। চেড়িরা তোমার খুব কষ্ট দিচ্ছে, না?

সীতা। ওরা ভাবছে ওরা আমায় খুব কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু আমি অনুক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে থাকি, কষ্ট টের পাই না। তবে বিরক্ত বোধ করি, এটা ঠিক।

সরমা। আচ্ছা, তুমি আমাদের ওপর নিশ্চয় খুব রাগ করেছ?

সীতা। কার ওপর, তোমার ওপর?

সরমা। হ্যাঁ, আমার ওপর।

সীতা। আমি যাঁর ধ্যান করি, তোমার স্বামী, তোমার পুত্র আর তুমি যে তাঁরই ধ্যান কর। তোমাদের ওপর কি আমি রাগ করতে পারি?

সরমা। আমরা যে তোমায় বন্দী করে রেখেছি?

সীতা। তুমিত রাখনি, রেখেছে রাবণ।

সরমা। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়ত?

সীতা। তা হয়।

সরমা। আমরা সব ধ্বংস হয়ে যাব?

সীতা। এ ব্রহ্মাণ্ডে কেউ ধ্বংস হয় না সরমা।

সরমা। তোমার কথা বুঝি না।

সীতা। বোঝবার সময় এলে বুঝবে।

সরমা। আমার ইচ্ছে করে,এই অশোক কানন থেকে গোপনে তোমাকে আমি মুক্ত করে দিই। কিন্তু রাবণের ভয়ে পারি না।

সীতা। তারত দরকার নেই।

সরমা। কেন?

সীতা। আমি যে সর্বদাই মুক্ত। আমাকে বন্দী করে কার সাধ্য?

সরমা। এই যে আমাদের রাজা অশোক কাননে তোমাকে বন্দী করে রেখেছেন?

সীতা। ভুল, অশোক কাননে বন্দী হয়েছে সীতার দেহ। তার সত্তা বন্ধনহীন। আমাকে বন্দী করে রাবণ নিজেই বন্দী হয়েছে।

সরমা। তোমার কথাটায় যেন সত্যতা আছে বলে মনে হয়।

সীতা। কি রকম?

সরমা। আজকাল রাবণের মনে একটুও শান্তি নেই। মনে হয়, কি যেন চেয়েছিলেন তিনি, আর কি যেন পাচ্ছেন না। তিনি বলেন অশোক কাননে মাঝে মাঝে তিনি প্রবেশ করেন বটে তোমার জন্যে, কিন্তু এখানে প্রবেশ করলেই তাঁর সর্বাংগ জ্বলে যায়। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব?

সীতা। কর না।

সরমা। তুমি কে?

সীতা। বা, আমাকে চেন না? আমি শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিনী।

সরমা। সেটাত এ জগতের পরিচয়। প্রকৃত পক্ষে তুমি কে?

সীতা। জীবনের অনেক গভীর সত্য শুধু প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে টের পাওয়া যায়না সরমা। তার জন্যে সাধনা করতে হয়।

সরমা। আমার অপরাধ নিওনা। আমি আমার কৌতূহল দমন করতে পারছি না। রামচন্দ্র কে? কি তাঁর স্বরূপ? আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

সীতা। কৌতূহল সন্দেহের জনক, সন্দেহ আনে অবিশ্বাস আর অবিশ্বাস রচনা করে পতনের পথ।

সরমা। আমায় মার্জনা কর। মূর্খ নারী আমি, কি বলতে কি বলেছি। আমার প্রশ্নে তুমি রাগ করোনা।

সীতা। না না, রাগ করব কেন? এই অশোক কাননে তোমার সহানুভূতির কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

সরমা। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

সীতা। কি কথা?

সরমা। আমার সব সময় মনে হয় আমাদের অন্তিম ঘনিয়ে আসছে। স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে ঘর করছিলাম। স্বামী-হারাত হয়েছি। এবারে হয়ত—উঃ কপালে কি আছে কে জানে।

সীতা। বিষন্ন হয়ো না। আনন্দে থাক।

সরমা। তরণীকে হারাতে হবেনাত?

সীতা। ও কথা ভাবছ কেন? তোমার তরণী মহা সাধক।

সরমা। আমি যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাই, লংকা ছারখার হয়ে যাবে। খবর শোননি তুমি?

সীতা। কি খবর?

সরমা। শ্রীরামচন্দ্রের হাজার হাজার সৈন্য সমুদ্র পার হয়ে লংকায় এসে গেছে।

সীতা। সেত আসবেই।

সরমা। তোমাকে হরণ করার একি দুর্মতি হল আমাদের রাজার! তোমাকে রোজ যে অন্নজল দেওয়া হয়, তা তুমি স্পর্শ কর না। যেমন দেওয়া হয়, তেমনি পড়ে থাকে।

সীতা। যে আমাকে হরণ করে এনেছে, তার অন্নজল আমি গ্রহণ করি না।

সরমা। কিন্তু এতদিন খাদ্য গ্রহণ না করে তুমি কি ভাবে রয়েছ? তোমার আকৃতি একটুও শীর্ণ হয়নি, মলিন হয়নি—বরং দিন দিন উজ্জ্বলতা বেড়ে যাচ্ছে।

সীতা। আমি খাদ্য গ্রহণ করিনা কে বললে তোমায়?

সরমা। এ্যাঁ! খাদ্য গ্রহণ কর? কে দেয় খাদ্য?

সীতা। স্বয়ং ইন্দ্র এসে প্রত্যহ আমায় সুধা পান করিয়ে যায়।

সরমা। তুমি মানবী নও,মানবী নও সীতা,তুমি সত্যই নারায়ণ-প্রিয়া। [পদতলে পড়ে] আমাদের রক্ষা কর।

সীতা। [সরমাকে তোলে] ছিঃ অমন করে না। আমি তোমাদেরই মত একজন মানবী, জনম দুঃখিনী।

[নেপথ্যে রাবণের আগমন শিঙা বেজে ওঠে।]

সরমা। ঐ রাজা আসছেন—আমি স্থানান্তরে যাই।

[সরমার প্রস্থান]

[সদম্ভ অথচ ধীর পদক্ষেপে রাবণ প্রবেশ করে। সীতা যেন নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমা। তার নয়ন উদ্ভাসিত। সেখানে ভয়ের চিহ্ন মাত্র নেই। রাবণ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক থেকে সীতাকে দেখে।]

রাবণ। তেজস্বিনী রমণীর তেজ কি এখনও আছে পূর্বেকার মত?

সীতা।　　সতী রমণীর তেজ বৈশ্বানর শিখা সম
চিরকাল উর্ধ্বমুখী রয়।

রাবণ।　　বন্দী হয়ে যে রমণী কাটাইছে কাল,
তার মুখে এই দম্ভ
হাস্যকর লাগে।

সীতা।　　কাপুরুষ যেই জন একাকিণী অসহায়
অবলারে বন্দী করে বীরত্ব ফলায়,
মোর বাক্য কর্ণে তার সুধা বৃষ্টি করিবে না,
সেত স্বাভাবিক।

রাবন।　　হুঁ, ভীরু কপোতীর মত নবনী-কোমল সীতা
বাকপটু এতখানি ছিলনাত জানা!

সীতা।　　লংকাপতি রাবণের অজানা অনেক কিছু
আরো রয়ে গেছে,
ধীরে ধীরে জানিবে সে পুর্ণ মূল্য দিয়া।

রাবণ।　　যাক্, তর্কে নাহি ফল।
রমণীর সাথে তর্ক—স্বভাব- বিরোধী সেত
রাবণ রাজার। আমার আদেশ
তুমি পালন করিবে কি না,
বল সেই কথা।

সীতা।　　আদেশ পালিবে সীতা?
ভার্যা শ্রীরামের? মূর্খ—মুর্খ এ রাক্ষস,
দম্ভ আছে বুদ্ধি নাই ঘটে।

রাবণ।　　সাবধান সীতা, আদেশ পালিবে কিনা
বল শেষ কথা।

সীতা। পালিব না, শেষ কথা দিয়াছি বলিয়া।
তবু পুনঃ বল শুনি
কি আদেশ তব।

রাবণ। আমারে বন্দনা কর।
শ্রীরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এই জ্ঞানে
পুজা কর মোরে।

সীতা। অর্বাচীন, অর্বাচীন, কি কথা
বলিছ তুমি, বোঝনা নিজেই।
গোষ্পদ কভু যদি শ্রেষ্ঠ হত সাগরের
চেয়ে, শৃগাল সিংহের চেয়ে হত
সম্মানিত, মাটির প্রদীপ যদি
পুর্ণিমার পুর্ণচন্দ্রে লেপন করিত
কভু কলংক কালিমা, পক্ষযুক্ত
পিপীলিকা হত পক্ষীরাজ, রাবণ
তাহলে শুধু শ্রেষ্ঠ হত শ্রীরামের চেয়ে।

রাবণ। জটাবল্কলধারী ভিক্ষুক ছাড়া রাম
আর কিছু নয়।

সীতা। যে সম্পদ আছে তার, লক্ষ কোটি
স্বর্ণলংকা একসাথে মিলালেও
হবেনাত তাহার সমান।

রাবণ। যে কথা কহিছ তুমি, যুক্তি তার
বিন্দুমাত্র নাই। তুমি কি জাননা
বালা, স্বর্গের দেবতাবৃন্দ
বন্দী হয়ে আছে মোর
লংকাপুরী মাঝে? কেহ করে বস্ত্র প্রক্ষালন,

কেহ তৃণ কাটে, রন্ধনের কার্যে
কেহ রয়েছে ব্যাপৃত, দ্বারী হয়ে
কেহ শুধু দ্বার রক্ষা করে।
দেবতারা ভৃত্য সম কার্য করে যায়
আদেশে আমার। ঐশ্বর্যের সমারোহ
আছে যাহা স্বর্ণ লংকা মাঝে,
ত্রিভুবনে আর কোথা
অনুরূপ রত্নরাজি দেখে নাই কেহ।
এ সব তোমার হবে, মোরে
যদি একবার পুজা কর তুমি।

সীতা। বাক্য যদি তব এবে শেষ হয়ে থাকে,
যেতে পার এ কানন হতে।

রাবণ। কার ভরসায় তুমি রহিয়াছ
শংকাহীন বলিবে কি মোরে?

সীতা। তোমারে বধিবে যে, তাঁরই ভরসায়।

রাবণ। সে কোন জন?

সীতা। রঘুপতি সীতানাথ বিশ্বপ্রাণ তিনি।

রাবণ। সেই এক কথা তব—শ্রীরামচন্দ্র।
সে যদি এতই বীর, নিজ স্ত্রীকে
তবে কেন রক্ষিবারে আসিল না
রাবণ তাহারে যবে আনিল হরিয়া?

সীতা। ক্রীড়াচ্ছলে শিশু কত লম্ফঝম্প করে।
এর পৃষ্ঠে কিল মারে, ওর
কর্ণ মলে, কেশ ধরে টানে বা
কাহার। শিশুর রক্ষক শুধু

নীরবে দাঁড়ায়ে সব লক্ষ্য করে যায়।
শিশু ভাবে সেই বুঝি কর্তা
সকলের। বাধা দিবে কার্যে তার,
হেন লোক নাই। ক্রমশঃ তাডনা
তার বৃদ্ধি পায় দ্রুত। সীমা যবে
অতিক্রম করে যেতে চায়, শিশুর
রক্ষক করে স্বমূর্তি প্রকাশ,
শিশুরে নিরস্ত করে কঠোর
শাসনে। রাবণের শিশু ক্রীড়া
শুরু হবে অচিরেই তাহা সুনিশ্চিত।

[সীতা একটু পিছনে চলে যায়। রাবণ নেপথ্যের দিকে চেয়ে ডাকে।]

রাবণ। বিদ্যুৎজিহ্ব—বিদ্যুৎজিহ্ব—

[বিদ্যুৎজিহ্বের প্রবেশ]

বিদ্যুৎজিহ্ব। আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাবণ। তুমি ত মহা মায়াবী, একটা কাজ করতে পারবে ?

বিদ্যুৎজিহ্ব। আপনার আজ্ঞা পেলে করতে পারব না, এমন কাজ এ জগতে নেই।

রাবণ। রামের একটা মায়া মুণ্ড তৈরি করতে পারবে ?

বিদ্যুৎজিহ্ব। কথাটা ঠিক বুঝলাম না ত !

রাবণ। মনে কর, রাম আমার সংগে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, আর আমি তার মুণ্ডটা দেহ থেকে ছিন্ন করে ফেলেছি।

বিদ্যুৎজিহ্ব। ও, এই ব্যাপাব। মানে রামের কাটা মুণ্ডটা জানকীকে দেখাবেন।

রাবণ। ঠিক বুঝতে পেরেছ। তাহলেই ভয়ে সীতা আমার বশীভূত হবে।

বিদ্যুৎজিহ্ব। এক্ষুনি করে এনে দিচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

রাবণ। দেখো, ঠিক হবে ত, কৌশলটা সীতা ধরে ফেলবে না ত ?

বিদ্যুৎজিহ্ব। বিদ্যুৎজিহ্বের কাজ অত কাঁচা নয়। বিশ্বাস না হয় আপনার একটা কাটামুণ্ড তৈরি করে মন্দোদরী দেবীকে দেখাই। দেখুন তার কি অবস্থা হয়।

রাবণ। না না—তার দরকার নেই। তুমি রামের মায়ামুণ্ডটা করে নিয়ে এস।

বিদ্যুৎজিহ্ব। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

রাবণ। শোন সীতা, মনে পড়ে কিছু
পুর্বে বলেছিলে বাক্য এক ?
একাকিণী, অসহায়, অবলা নারীরে আমি
হরিয়াছি কাপুরুষ সম ?
কিন্তু তুমি শোন নাই বারতা নূতন,
চমকি উঠিবে ত্রাসে শুনিলে সে কথা।

[সীতা রাবণের দিকে তাকায়]

সীতাপতি রামচন্দ্র মোর হস্তে
পরাজিত লঙ্কার সমরে।

সীতা। মিথ্যা কথা।

রাবণ। শুধু নহে পরাজিত, করেছি নিধন
তারে নির্বিকার চিতে।

সীতা। মিথ্যা কথা।

রাবণ। মোর কথা মিথ্যা ভেবে, নিজেরে

কেবল তুমি করিবে বঞ্চনা।
দেহ হতে মুণ্ড তার কাটিয়াছি তরবারি দিয়া।
দেখিবে সে মুণ্ড তুমি?
পারিবে দেখিতে? [ডাকে]
বিদ্যুৎজিহ্ব—শ্রীরামের ছিন্ন
মুণ্ড শীঘ্র লয়ে এস।

[একটি থালায় ছিন্নমুণ্ড নিয়ে বিদ্যুৎজিহ্বের প্রবেশ]

রাবণ। [অট্টহাসি] হা হা হা—

[সীতা চমকে ওঠে। একদৃষ্টে সে থালার দিকে চেয়ে থাকে, বেদনায় ভেঙে পড়তে চায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য।]

সীতা। মায়াবী রাক্ষস—জানকীরে
ভুলাইতে চাহ মায়া দিয়া?
মূর্খ, মূর্খ, মায়ামুণ্ড নাহি হয়
সত্যমুণ্ড সম। হতে পারে
অপরে বিভ্রান্ত, সীতার নয়ন
কভু বিভ্রান্ত না হয়।

[বিদ্যুৎজিহ্বের প্রস্থান]

রাবণ। [হঠাৎ কঠিন হয়ে] এভাবে উপেক্ষা কেহ
কোনদিন করে নাই মোরে।
প্রস্তুত হও সীতা, তোমারে এখুনি
দিব শাস্তি ভয়ংকর।

সীতা। কি সে শাস্তি ভয়ংকর
কহ দেখি শুনি?

রাবণ। দেহের শুচিতা তব করিব লাঞ্ছিত।

সীতা। সাবধান দশানন, পুনরায় ঐ বাক্য
যদি কর উচ্চারণ
জিহ্বা তব পড়িবে খসিয়া।

রাবণ। তোমার দেহের প্রতি লুব্ধ আমি,
এ সন্দেহ রাখিয়ো না মনে।
সহস্র কামিনী ভোগ করিয়াছি এ জীবনে।
তাই সার বুঝিয়াছি, এ জগতে
উহা এক ঘৃণ্যতম সুখ। নারীদেহ
ভোগ যদি করিতেই হয়, স্বর্গের
অপ্সরা আছে কত শত শত,
যারে ইচ্ছা তারে আমি নিমেষে
করিতে পারি শয্যার সংগিণী।
হাস্যহীন, লাস্যহীন, তপস্বিনী
সীতা সাথে কামক্রীড়া অতিশয়
ঘৃণ্য রাবণের। লভিতে যে চাহে
অনন্তেরে, নারীদেহ বর্জন সে
করে অবহেলে। লংকাপতি নহে
নারী লোভী। তবে, তোমারে
করিব ভ্রষ্টা নিতে প্রতিশোধ।
দেহ তব অপবিত্র করে দেব আমি।

[রাবণ সীতার দিকে একটু এগোয়।]

সীতা। ওরে ওরে মূঢ়মতি, অজ্ঞ, অন্ধ কীট!
আমারে স্পর্শিলে তুই ভস্ম হয়ে যাবি।

রাবণ। হা হা হা—তোমারে স্পর্শিলে

আমি ভস্ম হয়ে যাব?
পঞ্চবটি বন হতে হরিনু তোমায় যবে
তখন ত ভস্ম হই নাই?
সশরীরে বর্তমান রয়েছি এখনও।

সীতা। তখন স্পর্শিয়াছিলি মৃতা জানকীরে।
হস্ত মোর ধরেছিলি যবে,
আমার এ দেহ হতে প্রাণ মোর সত্বা মোর
দিয়াছিনু বাহির করিয়া, শুধু শব দেহটারে
বহন করিয়াছিলি,
সীতা সেত নয়! কিন্তু যদি পুনঃ মোরে
স্পর্শিবারে চাস্, শবদেহ করিব না
আর, কুসুম-কোমল সীতা বজ্রের
অনল সম উঠিবে জ্বলিয়া।

রাবণ। রমণীর মিথ্যা দম্ভ
লংকাপতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।
তোমার এ দেহ আজ
করিব কলংকিত।

[সীতার দিকে এগোয়।]

সীতা।— শেষবার বলিতেছি শোন রে পামর,
দেহস্পর্শ যে মুহূর্তে করিবি রে তুই,
প্রলয়ের আবির্ভাব
হবে এইখানে। অশোক কানন মাঝে
বৃক্ষে বৃক্ষে যত পত্র আছে,
প্রতিপত্র বিষধর সর্প হয়ে

ফুঁসিয়া রুষিয়া উঠে
এক সাথে দংশিবে যে তোরে। সাগরের গর্ভ হতে
কুম্ভীর, হাঙর সব উঠিয়া
আসিয়া তোরে দন্তে দন্তে
চিবাইবে সুখে। সুনীল গগন
হতে মসীকৃষ্ণ অগ্নিস্রোত শিরে
তোর পড়িবে ঝরিয়া—ভস্ম
হয়ে যাবি তুই—ভস্ম হয়ে যাবি।

[সীতার প্রস্থান।]

[রাবণ কি এক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে পিছিয়ে যায়]

[সারণের প্রবেশ]

সারণ। মহারাজ, অপরাধ মার্জনা করবেন।

রাবণ। কে? সারণ? কার আদেশে তুমি অশোক কাননে প্রবেশ করেছ শয়তান?

সারণ। আমাকে যা খুশি শাস্তি দিন, কিন্তু আমাদের বড় বিপদ। সেই কথা জানাতে এসেছি।

রাবণ। বল কি হয়েছে।

সারণ। অসংখ্য বানর সৈন্যে লংকা ছেয়ে গেছে মহারাজ।

রাবণ। মিথ্যা কথা।

সারণ। মিথ্যা নয়, সত্য।

রাবণ। ওরা সমুদ্র পার হল কি করে?

সারণ। পাথর জলে ভাসিয়ে সেতু তৈরি করে ওরা সমুদ্র পার হয়েছে।

রাবণ। রাবণের সামনে তুমি হাস্যকর প্রলাপোক্তি করতে এসেছ?

সারণ। আজ্ঞে না মহারাজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন।

রাবণ। [ক্রোধে] চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে। তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দেব।

[সারণের প্রস্থান। সহসা সন্ধ্যার প্রবেশ।]

সন্ধ্যার গান

শোন শোন রাবণ রাজা,
সত্য কথা সারণ বলে।
ব্রহ্মার বরে নল শিখেছে
পাথর ভাসাতে জলে।
পাপের কলস পূর্ণ করে
এখনো কি চাওনা মোরে
আর কত কাল নয়ন তোমার
ভাসবে না প্রেমাশ্রু জলে।

[গান চলতে থাকে]

রাবণ। [প্রচণ্ড ক্রোধে] দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও এখান থেকে। আদেশ না মানলে, তোমাকে আমি হত্যা করব। দূর হয়ে যাও—

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাবণের দরবার। রাবণ গবাক্ষের ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে কি দেখছে। দেবতাবৃন্দের প্রবেশ।]

রাবণ। কি ব্যাপার দেবতাবৃন্দ? তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

অগ্নি। আমরা চললাম।

রাবণ। চললাম অর্থ? কোথায়?

বরুণ। আমাদের স্বক্ষেত্রে।

রাবণ। কার আদেশে? ভুলে গেছ কি তোমরা আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য?

যম। সে দিন শেষ হয়ে গেছে।

ব্রহ্মা। আমরা আজ মুক্ত।

যম। তাই আজ আমরা লংকা ছেড়ে যাচ্ছি।

রাবণ। আমার আদেশ ছাড়া, তোমরা কেউ যেতে পারবে না।

বরুণ। আপনার আদেশ আমাদের ওপর আর কার্যকরী নয়।

রাবণ। কেন?

অগ্নি। শ্রীরামচন্দ্র লংকায় পদার্পণ করেছেন যে।

[সকলে গমনোদ্যত]

রাবণ। দাঁড়াও!

ব্রহ্মা। বৃথা আস্ফালন।

বরুণ। চল, মিথ্যে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

[দেবতাবৃন্দের প্রস্থান]

রাবণ। আশ্চর্য, ওরা আমার কথা মানল না। একি হল আমার! আমার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কে হরণ করে নিচ্ছে? যাক, সব আমায় ছেড়ে যাক্‌, আমি একাই দেখব রামচন্দ্র কত শক্তি ধরে।

[ভগ্নদূতের প্রবেশ]

কি সংবাদ ভগ্নদূত?

ভগ্নদূত। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অংগদ—সকলেই এপারে উপনীত হয়েছে।

রাবণ। আমাদের বীর যোদ্ধারা কি করছে?

ভগ্নদূত। তারা সবাই প্রস্তুত হচ্ছে প্রভু। ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্রা, প্রহস্ত, অতিকায়, মকরাক্ষ, বীরবাহু, কুম্ভ, নিকুম্ভ—সবাই।

রাবণ। বেশ, অচিরেই যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে।

ভগ্নদূত। আরো একটা সংবাদ আছে মহারাজ।

রাবণ। কি বল।

ভগ্নদূত। দূতের ত্রুটি মার্জনা করবেন। এ সংবাদ দিতে আমার ভয় হচ্ছে।

রাবণ। নির্ভয়ে বল।

ভগ্নদূত। আপনার ভ্রাতা বিভীষণ রামের সংগে যোগ দিয়েছে।

রাবণ। এ কথা সত্য?

ভগ্নদূত। আমি তাকে রামের সংগে পরামর্শ করতে দেখে এলাম।

[ভগ্নদূতের প্রস্থান]

রাবণ। বিশ্বাসঘাতক! ভ্রাতৃদ্রোহী! এর নাম ধর্ম? নিজের মাতৃভূমির শত্রুর সংগে যোগ দিয়েছে রাম-পদলেহী কুকুর—ওর নাম নিতে আমার ঘৃণা হয়।

[সারণের প্রবেশ]

সারণ। বড় বিপদ হয়েছে মহারাজ—বড় বিপদ।

রাবণ। বিপদ রাবণের নিঃশ্বাস বায়ু। বল কি হয়েছে।

সারণ। বানরসৈন্যরা রাক্ষসদের ধরে ধরে মারছে। কি তাদের শক্তি! অনেক রাক্ষস পালাচ্ছে।

[মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘনাদ। সব প্রস্তুত পিতা।

রাবণ। প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু করতে হবে। আমাদের শিঙাবাদক কই?

মেঘনাদ। উচ্চ মঞ্চে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেও প্রস্তুত হয়েছে।

রাবণ। শিঙাটা একবার বাজাতে বল দেখি, শুনি—

[মেঘনাদ প্রস্থান করে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসে। শিঙার আওয়াজ শোনা যায়।]

চমৎকার আওয়াজ। যখনই ওদের পক্ষের কোন বড় যোদ্ধার পতন হবে, তখনই আমাদের ঐ শিঙা যেন বেজে ওঠে। এখান থেকেই তাহলে বুঝব, কেমন করে ওদের হৃৎপিণ্ড একটি একটি করে খসে যাচ্ছে।

মেঘনাদ। শিঙাবাদককে আমি এই রকমই নির্দেশ দিয়েছি মহারাজ।

রাবণ। বেশ, প্রথমে ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে পাঠাবে। তুমি পিছনে থেকে যথাযথ ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, বুঝলে?

মেঘনাদ। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[মেঘনাদের প্রস্থান]

রাবণ। রাক্ষসের সংগে যুদ্ধ করার সাধ এবার মিটিয়ে দেব। শুক,

সারণ, তোমরা ঐ গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করবে আর আমাকে ফলাফল জানাবে। কি, পারবে না ?

উভয়ে। আজ্ঞে, কেন পারব না মহারাজ।

রাবণ। বেশ, এখুনি ধুম্রাক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। শুক, তুমি যথাস্থানে দাঁড়াও গিয়ে।

[শুক গবাক্ষের কাছে যায়]

রাবণ। রাক্ষসের রণবিদ্যা এখনওত দেখে নাই
মূর্খ নর বানরের দল।
সবংশে নিধন হতে আসিয়াছে
আজি তারা সাগর লংঘিয়া
এই স্বর্ণলংকাদ্বীপে। একটিও
প্রাণ আর ফিরে নাহি যাবে
হেথা হতে। ইহাদের প্রিয়জন
রহিবে যে পথ চেয়ে ব্যর্থ প্রত্যাশায়।

[নেপথ্যে "জয় রাবণের জয়" ধ্বনি শোনা যায়]

শুক। মহাবীর ধুম্রাক্ষ আসিয়াছে রণক্ষেত্রে।
বিপুল উৎসাহে তাই
রাক্ষসেরা জয়ধ্বনি করে।

রাবণ। তরাসে পলায় নাকি
ভীরু কপি-সৈন্যের দল ?

শুক। সত্য মহারাজ, অসংখ্য বানর সৈন্যে
ধুম্রাক্ষ বধিছে দুই হাতে
মহাকাল সম। শত্রুরা পলায় ত্রাসে।

রাবণ। এক বীর আসিতেই এমন অবস্থা

যদি হয়, কি যুদ্ধ করিবে ওরা
রাক্ষসের সাথে ?

শুক। ধুম্রাক্ষের দিকে এবে
হনুমান অগ্রসরি আসে।

রাবণ। অচিরে মরিবে বেটা পবন নন্দন।

শুক। গদা লয়ে ধুম্রাক্ষ প্রহারিছে হনুমানে
উন্মত্তের মত।
শিলাবৃষ্টি সম যেন গদাবৃষ্টি হয়।

রাবণ। কি করিছে হনুমান গদার আঘাতে ?

শুক। কি যে সে করিবে কিছু ভাবিয়া না পায়।
একি—একি—

রাবণ। কি হইল বল ত্বরা করি।

শুক। বিশাল প্রস্তরখণ্ড পড়েছিল
প্রান্তরের পাশে, হনু তাহা
তুলে লয় আপনার হাতে।
ধুম্রাক্ষের রথোপরে সজোরে
মারিল উহা—রথ ভেঙে
হল খান খান, সারথী মরিল
আর অশ্ব গেল পলাইয়া দূরে।
উঃ মহারাজ—

[রামের শিঙা বাজে ও "জয় রামচন্দ্রের জয়" ধ্বনি শোনা যায়]

রাবণ। বাজিল কি শিঙা আমাদের ?
মরিল কি হনুমান ধুম্রাক্ষের
হাতে ?

শুক। না মহারাজ, এ শিঙাত
নহে আমাদের, এ শিঙা রামের।
বজ্র চাপড় এক
হনুমান মারিয়াছে ধুম্রাক্ষের শিরে।
প্রাণবায়ু ধুম্রাক্ষের বাহিরিয়া গেল।

রাবণ। ধুম্রাক্ষ মরিল বেটা হনুমান হাতে!
দেখ, দেখ, আমাদের কোন বীর
আসিল এবার।

শুক। সমরাংগনে এবে
আসিয়াছে বীর অকম্পন।

রাবণ। বীর অকম্পন, মহাবলে বলী সে যে।
মিটাইবে সে এবার
বানরের সমরের সাধ।

শুক। আহা, একি অমংগল!
রথের ধ্বজায় তার পড়িল গৃধিণী এক
সংগ্রামের পূর্বে একি
অশুভ সূচনা!

রাবণ। অন্ধ সংস্কার যত দূর করে
দাও মন হতে। পৌরুষ হইবে জয়ী,
সংস্কার নয়।

শুক। বীর অকম্পন সাথে রণ করিবারে
আসিয়াছে শ্রীরামের
তিন সেনাপতি। একা অকম্পন
যুঝে তিনজন সনে। কি বীরত্ব
অকম্পন দেখাইল আজি।

রক্তে মাখামাখি হল তিন
সেনাপতি। রণে ভংগ দিয়া
তারা পলাইয়া গেল।

রাবণ। ধন্য বীর, ধন্য অকম্পন।

শুক। আসিছে এবার নল
রক্ত আঁখি লয়ে।

রাবণ। এ কি সেই কপি নল,
সাগরে ভাসায়ে শিলা যে বেঁধেছে সেতু?

শুক। সত্য মহারাজ।

রাবণ। এবার বুঝিয়া যাবে
সেতু বাঁধা, যুদ্ধ করা—এক কর্ম নহে।

শুক। দূর হতে মারে নল,
পাথরের খণ্ড যত অকম্পন দেহে।
ধনুক তুলিয়া হাতে যোজনা
করিল তীর বীর অকম্পন, ছুটিল
সে তীরখানি উল্কাসম বেগে—
উঃ—অকম্পন বানে
অন্ধ হয়েছে যে নল সেনাপতি।
রণভূমে আর সেত তিষ্ঠিতে
না পারে। দু হাতে মুদিয়া আঁখি
যন্ত্রণায় পলাইয়া গেল।

রাবণ। কি আনন্দ, কি আনন্দ
জাগে আজি মোর।

শুক। অকম্পন সাথে বুঝি
সংগ্রামের তরে আবার আসিছে হনুমান?

রাবণ। শমন শিয়রে কবি আসিতেছে সে।

শুক। নিমেষে তুমুল দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেল।
দুই জনে করে রণ
সমান সমান। কেহ কারে না পারে আঁটিতে।
বানরের শক্তি যেন
রণসাথে বৃদ্ধি পায়। ফুলিয়া ফুলিয়া
ওঠে দেহ। সর্বনাশ
হয় বুঝি এবে। কেশেতে ধরিয়া
হনু অকম্পনের দেহ
শূন্যে তুলে নিল। আছাড় মারিল
তার সর্বশক্তি লয়ে—আঃ—
অকম্পনের শির চূর্ণ হয়ে গেল।

[রামের শিঙা বাজে ও "জয় রামচন্দ্রের জয়" ধ্বনি শোনা যায়।

রাবণ। হায় বীর, এই তব ছিল পরিণাম।
পবন-নন্দন ঐ হনুমানে আগে
বধ করা প্রয়োজন। মেঘনাদ
কি করিছে বুঝিতে না পারি।
পাঠায়ে সুযোগ্য বীর হনুমানে
বধ যদি না করে প্রথম, ঘটিবে
বিষম বিপর্যয়। বীর প্রহস্তেরে
সেথা পাঠাইতে পারে।

শুক মহারাজ, মহারাজ,
পুত্র তব যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বটে।

আসিছে প্রহস্ত এবে সংগ্রামের তরে।
ওদিক হইতে নীল আসিছে ছুটিয়া—
অসম্ভব ক্ষিপ্র গতি তার।
সম্মুখে আসিয়া সে যে
প্রহস্তেরে জাপটিয়া ধরে।
দুই জনে করে হুড়াহুড়ি।
ধরণী কাঁপিছে যেন তাহাদের
বপুর আঘাতে। ওকি! ওকি!
পর্বতের শৃংগ এক তুলিয়া লইল নীল,
মারিল প্রচণ্ড বেগে
প্রহস্তের শিরে। প্রহস্ত ওঠেনা আর।
হায় মহারাজ, উঠিবেনা
আর কোন দিন।

[রামের শিঙা বাজে ও "জয় রামচন্দ্রের জয়" ধ্বনি শোনা যায়]

রাবণ।　　কে জানে কি আছে মোর
ললাট লিখন! একে একে এতগুলি বীরপ্রাণ
হল বিসর্জন!

শুক।　　আমাদের বহুবীর রণক্ষেত্রে
আসিল এবার। একা একা নয়,
এক সাথে। দেবান্তক, নরান্তক,
মহোদর, ত্রিশিরা, মহাপাশ
প্রচণ্ড শার্দুল সম ঝাঁপাইয়া
পড়ে তারা নর আর বানরের
মাঝে। কত সৈন্য মারে তার

লেখা জোখা নাই। দুই হাতে
ধরে আর শূন্যে তুলি
আছাড়িয়া ফেলে। মহারাজ, মহারাজ,
বিপুল বিক্রমশালী কারা যেন
ধেয়ে আসে রাক্ষসেরে মারিতে এবার।
মত্ত হস্তী সম তারা
দুই দলে জটাপটি করে।
এ উহারে ধরে আর পিষিয়া মারিতে চায়
এমন প্রচণ্ড রণ কভু
কেহ দেখে নাই—উঃ মর্ম্মন্তুদ
আক্রমণ একি! কালান্তর হল দেবান্তক—

[রামের শিঙা বাজে ও "জয় রামচন্দ্রের জয়" ধ্বনি শোনা যায়]

কি ভীষণ! কি ভীষণ!
নৃশংস সংগ্রাম এযে সহ্য করা ভার।
চির নিদ্রাগত হল দেবান্তক বীর।
মহারাজ, মহারাজ, এ দৃশ্য
দুখের বড়। মহোদর, ত্রিশিরা,
মহাপাশ, কুম্ভ আর নিকুম্ভ—
একে একে কাল ঘুমে হল অচেতন।

রাবণ বুঝিতে না পারি আমি এত
সব বীর যোদ্ধা কি করিয়া এত
দ্রুত পরাজিত হয়!
দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর জিনিয়া শেষে
লাঞ্ছিত হব নর বানরের হাতে?

না না না, কখনো না—
সর্বশক্তি নিয়োজিব
পাঠাতে শ্রীরামচন্দ্রে শমন ভবন।
সংবাদ কি শুক?
স্তব্ধ হয়ে গেলে কেন তুমি?

শুক। সংগ্রাম বিরতি হল ক্ষণকাল তরে।
বিশ্রামের শেষে পুনঃ
আরম্ভিবে তাহা।

[মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘনাদ। গ্লানিতে আমার হৃদয় ছেয়ে গেছে। কেন এমন হল?

রাবণ। আমিও সেই কথাই ভাবছি মেঘনাদ।

মেঘনাদ। এত বড় বড় বীর আমাদের—

রাবণ। অথচ সামান্ত নর-বানরের হাতে তাদের এই পরিণতি।

মেঘনাদ। নর বানর সামান্ত নয় পিতা।

রাবণ। তুমি কি ভীত মেঘনাদ?

মেঘনাদ। দশানন তনয় মেঘনাদ ভয় কাকে বলে জানে না।

রাবণ। এইত বীরের মত কথা।

মেঘনাদ। কিন্তু আমি ভাবছি—

রাবণ। কি ভাবছ?

মেঘনাদ। আমাদের এ যুদ্ধ কি ন্যায় যুদ্ধ?

রাবণ। হা হা হা, যুদ্ধের আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা নাইবা করলে।

মেঘনাদ। এতগুলো বীর আমার সামনে প্রাণ দিল, অনুশোচনায় আমার মর্ম পুড়ে যাচ্ছে। এবার আমি যুদ্ধে যাব।

রাবণ। দেখ, বিপদে অশান্ত হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এবার যুদ্ধে যাবে কুম্ভকর্ণ।

মেঘনাদ। সেকি! তিনিত নিদ্রিত।

রাবণ। নিদ্রা ভাঙাতে হবে।

মেঘনাদ। অসময়ে নিদ্রা ভংগ করে তাকে যুদ্ধে পাঠালে তিনিত যুদ্ধে জয়ী হবেন না পিতা। ব্রহ্মার বর কি মনে নেই?

রাবণ। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙতে আর কতদিন দেরি?

মেঘনাদ। তা প্রায় একমাস।

রাবণ। এতদিন অপেক্ষা করা অসম্ভব। ভগ্নদূত—

[ভগ্নদূতের প্রবেশ]

ভগ্নদূত। আজ্ঞা করুন প্রভু।

রাবণ। যাও, কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা কর।

মেঘনাদ। একি করছেন পিতা!

ভগ্নদূত। যথা আজ্ঞা প্রভু—

[প্রস্থানোদ্যত]

মেঘনাদ। ভগ্নদূত শোন। [ভগ্নদূত ফেরে] খুল্লতাতের ঘুম ভাঙাতে হবে না।

রাবণ। এর মানে?

মেঘনাদ। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন পিতা, খুল্লতাতের ঘুম ভাঙালে আমাদের সর্বনাশ হবে।

রাবণ। সম্রাট তুমি না আমি?

মেঘনাদ। আজ্ঞে আপনি।

রাবণ। তাহলে আমার আদেশের ওপর তুমি আদেশ দাও কোন্

সাহসে ? যাও ভগ্নদূত, এখুনি কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাও, যে করে পার।

[ভগ্নদূতের প্রস্থান]

মেঘনাদ। ভুল, ভুল, এ আপনি ভুল করছেন পিতা।

রাবণ। আশ্চর্য !, বিপদে পড়ে তুমি কি বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হয়েছ ?

মেঘনাদ। আপনি কেন এ কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। অকালে ঘুম ভাঙালে খুল্লতাত কি করে সমর বিজয়ী হবেন ? ব্রহ্মার বরের কথা আপনি কি ভুলে গেছেন ?

রাবণ। বালক ! বালক ! তুমি কি ভেবেছ ব্রহ্মার বর আমার ওপর এখনও কার্যকরী ? আমি এখন ব্রহ্মার চেয়েও বেশি শক্তিমান। কি, তুমি তোমার পিতাকে বিশ্বাস কর না ?

মেঘনাদ। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। খুল্লতাতকে অকালে জাগ্রত করালে বিপদের আশংকা আছে।

[নেপথ্যে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ আর বিকট শব্দ হয়]

না না এতে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। পিতা, এখনও সময় আছে, আমার কথা শুনুন। খুল্লতাতকে জাগ্রত করাবেন না।

রাবণ। ছেলে মানুষি কর না মেঘনাদ।

মেঘনাদ। রামচন্দ্র মহাপরাক্রমশালী বীর।, তার সংগে যুদ্ধ করতে হবে খুবই সতর্কতার সংগে। খুল্লতাত আর মাত্র একমাস নিদ্রা যাবেন। তারপর তার ঘুম ভাঙবে স্বাভাবিক ভাবে। তখন তিনি হবেন অপরাজেয়। এই একমাস আমরা নানা কৌশলে যুদ্ধকে বিলম্বিত করতে পারি। সেইজন্যেই বলছি, আমাকে যুদ্ধে পাঠান।

আমি যে করে পারি একমাস কাটিয়ে দেব। দয়া করে অনুমতি দিন পিতা।

রাবণ। তুমি এখনও অনভিজ্ঞ মেঘনাদ। যুদ্ধনীতির কিছুই জান না এখন একমাস সময় পেলে শত্রুপক্ষ বল সঞ্চয় করে ফেলবে। তার আগেই চরম আঘাত হানা প্রয়োজন।

মেঘনাদ। বুঝেছি, আপনি কেন আমাকে যুদ্ধে পাঠাতে চান না।

রাবণ। কেন?

মেঘনাদ। আপনি পুত্র স্নেহে অন্ধ।

রাবণ। স্নেহ হল একপ্রকার মোহ। রাবণ মোহাবদ্ধ জীব নয়।

[নেপথ্যে প্রচণ্ড চিৎকার। ভগ্নদূত ও কুম্ভকর্ণের প্রবেশ।]

কুম্ভকর্ণ। কি দাদা, ব্যাপার কি? আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙালে কেন?

রাবণ। আমরা বিষম বিপদে পড়েছি ভাই কুম্ভকর্ণ। রামচন্দ্র নর আর বানর সৈন্য নিয়ে লংকা আক্রমণ করেছে। আমাদের মাতৃভূমি আজ বিপন্ন।

কুম্ভকর্ণ। ভগ্নদূতের কাছে শুনলুম বটে। তা এখন কি করতে হবে? উঃ কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে কানে একেবারে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

রাবণ। তুমি আমাদের মান সম্মান বাঁচাতে পার ভাই।

কুম্ভকর্ণ। রাম বেটাকে ফক্কা করে দিতে হবে, এইত?

রাবণ। হ্যাঁ, সেই জন্যেইত তোমার ঘুম ভাঙালুম।

কুম্ভকর্ণ। কিন্তু একটা বড় খারাপ কাজ করেছ দাদা।

রাবণ। কি বলত?

কুম্ভকর্ণ। আমার ছেলে কুম্ভ আর নিকুম্ভকে যুদ্ধে পাঠিয়ে হুক্কা করে দিলে কেন? আমাকে আরো আগে জাগালেইত পারতে।

রাবণ। আমাদের এত বীর মরে গেল, তখন উপায় না দেখে—

[কুম্ভকর্ণ একটা নাক চেপে হঠাৎ খুব জোরে হেঁচে ওঠে]

কি হল নাকে?

কুম্ভকর্ণ। এক বেটা রাক্ষস নাকের ভেতর একটা কোলা ব্যাঙ ঢুকিয়ে দিয়েছে। ব্যাঙটা কিছুতেই বেরোচ্ছে না।

রাবণ। তুমি তাহলে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও কুম্ভকর্ণ।

কুম্ভকর্ণ। কিন্তু আমার বড্ড খিদে পেয়েছে যে। না খেয়ে যুদ্ধে গেলে আমি অক্কা পেয়ে যাব।

রাবণ। বেশত, তোমার খাবারের বন্দোবস্ত হচ্ছে। সারন. কুম্ভকর্ণের খাবারের বন্দোবস্ত কর।

সারন। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

কুম্ভকর্ণ। দাঁড়াও। কি খাবারের বন্দোবস্ত করবে শুনি?

সারন। আজ্ঞে যা বলবেন। আপনিত হাঙর খেতে ভালবাসেন। জেলেদের বলি গোটা পঞ্চাশেক ধরে আনতে।

কুম্ভকর্ণ। না। আজ আমার হাঙর খেতে ইচ্ছে করছে না। আজ আমি একটা গোটা বড় গণ্ডার খাব। জন্তুটার পেট চিরে তাতে মসলা পুরে অগ্নিকে রাঁধতে বল। অগ্নি বেটা খাসা গণ্ডার রাঁধে।

সারণ। আজ্ঞে, অগ্নিত নেই।

কুম্ভকর্ণ। কেন, কোথায় গেছে?

সারন। আজ্ঞে, আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

কুম্ভকর্ণ। কেন? দাদা, ব্যাপার কি? তুমি ওদের চাবুক মেরে আটকে রাখতে পারলে না? তুমি লাই দিয়ে দিয়ে দেবতাগুলোকে মাথায় তুলে ফেলছ। কাজের সময় কাউকে পাওয়া যায় না। যাও, উচ্চিংড়ে রান্নার ব্যবস্থা করগে। যত্তোসব—[সারনের

প্রস্থান] আচ্ছা দাদা, আমি প্রস্তুত হইগে, তোমার পায়ের ধূলো দাও।

[পদধূলি নিয়ে কুম্ভকর্ণের প্রস্থান]

রাবণ। তুমি এবার যাও মেঘনাদ। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ সুরু করার ব্যবস্থা করগে। আর ভগ্নদূতকে পাঠিয়ে দিও।

মেঘনাদ। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা।

[রাবণের পদধূলি নিয়ে মেঘনাদের প্রস্থান]

রাবণ। এবার বুঝিবে রাম
যুদ্ধ কারে বলে। রাবণ বধিতে আসে
লংকার ভিতর,
এত স্পর্ধা তার? কুম্ভকর্ণ হাতে যবে বন্দী
হয়ে আসিবে সে সম্মুখে
আমার, আকাশ কুসুম তার
পড়িবে ঝরিয়া।

[ভগ্নদূতের প্রবেশ]

ভগ্নদূত, তুমি থাক হেথা।
কখন কি সংবাদের হয়
প্রয়োজন, কিছু ঠিক নাই।

রাবণ। সারণ, তুমি যাও উচ্চ বেদীপরে।
যুদ্ধের গতি কর
মন দিয়া নিরীক্ষণ। বর্ণনা করিয়া যাও
যথাযথ ভাবে। এখুনি আসিবে
রণে বীর কুম্ভকর্ণ।

সারন। [গবাক্ষের নিকটে গিয়ে]
এ ভীষণ যুদ্ধকথা সাধ্যমত

করিব বর্ণন। ক্ষণে ক্ষণে
শিহরিয়া ওঠে মন।
যুক্তি বুদ্ধি লোপ পেতে চায়!

[বাইরে কোলাহল ওঠে ও "জয় রাবণের জয়" ধ্বনি শোনা যায়।]

ঐ আসে কুম্ভকর্ণ বীর দর্পভরে।
হেলিয়া দুলিয়া আসে
ঐরাবত যেন এক
পর্বতের প্রায়। নর বানরেরা সবে
স্তব্ধ হতবাক হয়ে চাহিয়া
রয়েছে তার দিকে। বুঝিতে
পারেনা যেন কে আসে
হেথায়—রাক্ষস না অন্য
কোন জীব। তারপরে অকস্মাৎ
মুগ্ধভাব কাটিল যেমনি,
উর্ধ্বশ্বাসে পলাইছে এদিক
ওদিক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে।
দীর্ঘ বাহু প্রসারিয়া
কুম্ভকর্ণ ধরিল যে কপি পাঁচ ছয়।
সবগুলি একসাথে মুখেতে
পুরিয়া এবে চর্বণ করে যেন
সুপারির প্রায়।

রাবণ। হা হা হা হা—তোমার বর্ণনা
ভারি সরস মধুর, পুরস্কার
দিব তোমা বিজয়ের পর।

সারন। সুগ্রীব, অংগদ, নীল, হনুমান
আসে। কেহ না আঁটিতে পারে
কুম্ভকর্ণ বীরে। নীলেরে
ধরিতে চেপে মুখ দিয়া শুধু
তার রক্ত বাহিরায়। অংগদেরে
বারি মারে শাল বৃক্ষ দিয়া।
গদা দিয়া হনুমানে মারিতে
মারিতে তারে ভূতলে ফেলিয়া
দিল করিয়া অজ্ঞান। আহা
কি চমৎকার—

রাবণ। তার চেয়ে চমৎকার বর্ণনা
তোমার। বল—বল—

সারন। সুগ্রীবেরে ধরিয়াছে কঠিন কবলে।
আপন স্কন্ধের পরে রেখেছে বসায়ে
তারে। নড়িতে চড়িতে নাহি
পারে সুগ্রীব। বানরেরা
চারিদিকে করে হায় হায়।
কুম্ভকর্ণ বীর বুঝি সুগ্রীবেরে
বন্দী করে লয়ে যাবে
শিবিরে নিজের। একি! একি!
হঠাৎ কি হল?

রাবণ। কি ব্যাপার সারণ?

সারন। কুম্ভকর্ণের দুই কুলাসম
কর্ণ ধরে সুগ্রীব টানিতেছে
প্রাণপণ বলে। কর্ণ দুটি

গেল ছিঁড়ি—ঝরণা ধারার
মত রক্ত বাহিরায়।
যন্ত্র সহিতে নারি কর্ণহীন কুম্ভকর্ণ
ঃ .ওঁ তরে যেন হারাল
সম্বিৎ, শিথিল হইল তার
মুঠির বাঁধন। সুবর্ণ সুযোগ
পেয়ে চতুর সুগ্রীব গেল
দূরে পলাইয়া। হাসিছে কৌতুকে
যত বানরের দল।
বিষম আক্রোশভরে
শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধেয়ে যায়
কুম্ভকর্ণ বীর। বক্ষে তারে
গদা দিয়া হানে।

রাবণ　এবার রামের আর নাহিক নিস্তার।

সারন।　বিদ্যুৎগতিতে রাম মারিল
একটি তীর। কুম্ভকর্ণের
বাম হস্তখানি সেই তীরে
দেহচ্যুত হল। ধনুক হইতে
পুনঃ বাহিরিল অন্য বাণ।
দক্ষিণ হস্ত গেল বীর রাক্ষসের।

রাবণ।　একি দুর্দৈব! একি দুর্দৈব!

সারণ।　কর্ণহীন, হস্তহীন কুম্ভকর্ণ তবু যেন
আগ্নেয়গিরির মত
উঠিছে ফুঁসিয়া। রামেরে

গিলিতে সে যে ধায় তার
দিকে। হায়, হায়, একি
হয়ে গেল! এবার হানিল
রাম পর পর ছুটি তীর,
কুম্ভকর্ণের ছুটি পদ গেল কাটা।

রাবণ। শিখিল কোথায় নর রণবিদ্যা
এমন ভীষণ!

সারন। কর্ণহীন, হস্তহীন, পদহীন
কুম্ভকর্ণ তেজের আগুনে
তবু জ্বলে জ্বলে উঠে।
ভূমিতে গড়াইয়া সে যে
রামেরে গিলিতে যায়।
এবার শ্রীরামচন্দ্র হানে
নিদারুণ শর—স্কন্ধ হতে
মস্তকটি পড়িল খসিয়া।
হায় কুম্ভকর্ণ, এই তব
ছিল পরিণাম!

[রামের শিঙা বাজে ও "জয় রামচন্দ্রের জয়" ধ্বনি শোনা যায়।]

রাবণ। ভগ্নদূত—ভগ্নদূত।

ভগ্নদূত। বলুন মহারাজ।

রাবণ। তরণী সেনেরে দাও
এখুনি সংবাদ। বল তারে
আমি ডাকিতেছি।

ভগ্নদূত। যথা আজ্ঞা প্রভু।

রাবণ। একি রণ করে রাম বুঝিতে
না পারি। আমিও রাবণ বীর,
ত্রিভুবন জয়ী। সর্বস্ব করিয়া
পণ যুঝিব তাহার সনে
যতদিন হয় প্রয়োজন।
তিষ্ঠিতে না দিব তারে
মুহূর্তের তরে।

[তরণী ও ভগ্নদূতের প্রবেশ]

তরণীসেন। কিবা আজ্ঞা কহ জ্যেষ্ঠতাত।

রাবণ। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ মৃত, শুনেছ
বোধ হয়?

তরণীসেন। হ্যাঁ মহারাজ।

রাবণ। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা যত ছিল,
সকলেই দেছে প্রাণ জন্মভূমির মান
রাখিবার তরে।

তরণীসেন। কি কর্তব্য সমাধিবে এ
তরণী সেন?

রাবণ। তোমারে পাঠাব রণে
রামেরে বধিতে।

তরণীসেন। রামেরে বধিতে! পালিতে
আদেশ তব দাস কভু
দ্বিধা নাহি করে। সংগ্রামে
যাইব আমি হরষিত মনে।

রাবণ। পারিবে না সীতানাথে
আসিতে বধিয়া ?
তরণীসেন। সত্য কথা কহি মহারাজ,
সীতানাথ নহে বধ্য,
তিনি নারায়ণ।
রাবণ। এ কি কথা শুনি তব মুখে ?
তরণীসেন। সত্য যাহা, কহিনু তাহাই।
রাবণ। আমার সম্মুখে তুমি কি
করিয়া বল এই কথা ?
তরণীসেন। সত্য কথা সকলের কাছে বলিবার।
রাবণ। আমার আদেশ তুমি
মানিবেনা তবে ?
তরণীসেন। এমন কথা কি দাস কহিয়াছে কভু ?
আদেশ পালিব আমি
সর্বান্তঃকরণে।

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। তরণী, তরণী, একি কথা
শুনি বাবা—তুই নাকি
এই ক্ষণে যাইবি সমরে ?
তরণীসেন। সত্য মাগো যাইব সমরে।
মহারাজ দিয়াছেন আদেশ
আমারে। সে আদেশ
করিব পালন।
সরমা। মহারাজ, মহারাজ, পুত্র

মোর নিতান্ত বালক।
রণ করা মহাবীর শ্রীরামের সনে
তাহার কি সাজে ?
আদেশ ফিরায়ে লও,
মিনতি আমার।

রাবণ। তরণী বালক বটে, তবু বড় বীর।
রামচন্দ্র বধ করা তার পক্ষে অসম্ভব
নাও হতে পারে।

সরমা। দয়া কর, দয়া কর মোরে।
একটি সান্ত্বনা মোর
এ জীবনে আছে,
তারে তুমি লয়োনা ছিনায়ে।

রাবণ। আঁখি বারি সংবর তব।
রাজকার্য অশ্রুজলে
বাধা নাহি মানে।

তরণীসেন। কেঁদোনা, কেঁদোনা মাগো,
হৃদয় কন্দরে ঐ শ্রীরামচন্দ্রের ডাক
শুনিতেছি আমি। ব্রহ্মাণ্ড
ব্যাপিয়া সব আনন্দের ধারা
মিলায়েছে তাঁর মাঝে আসি।
মৃত্যু হলে তাঁর হাতে, আমিও
মিলাব সেই আনন্দের স্রোতে।
পদধূলি দেহ মহারাজ,
পদধূলি দেহ গো জননী—

[পদধূলি নিয়ে প্রস্থানোদ্যত]

সরমা। ওরে, ওরে শোন বাছা [তরণী ফেরে]
যাস্‌নে যাস্‌নে তুই
এ কাল সময়ে দুঃখিনী
মায়ের বক্ষে তীব্র শেল হানি।
তুই যদি যাস চলে,
কি আর রহিল মোর এ
জীবন মাঝে?

তরণীসেন। তরণীসেনের তুমি জননী মহান্।
আঁখিবারি অশোভন নয়নে তোমার।
পিতা কি কহিয়া গেলেন
বিদায়ের কালে, সে বারতা
মনে নাই তব? জ্যেষ্ঠতাত
গুরু মোর, আমি তাঁর দাস।
ধর্মাধর্ম না করি বিচার,
আদেশ পালিতে হবে।
কর আশীর্বাদ যেন রামেরে
বধিতে গিয়া রামেতে মিলাই।

[তরণীসেনের প্রস্থান

সরমা। ওরে, ওরে, ফিরে আয়—
ফিরে আয়—

[সরমার প্রস্থান

[মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘনাদ। তরণীরে বাদ দিয়া আমারে
পাঠাও রণে, অনুরোধ রক্ষা কর পিতা।

রাবণ। তরণীর পরে তুমি
যাইবে সংগ্রামে। যাও, এবে নিকুম্ভিলা
যজ্ঞ কর গিয়া। যতক্ষণ
যজ্ঞে তব লাগিবে সময়,
নর বানরের সনে ততক্ষণ
যুঝিবে তরণী—যাও—

মেঘনাদ। আশীর্বাদ কর পিতা, জয়ী
যেন হই।

[পদধুলি নিয়ে মেঘনাদের প্রস্থান।]

[নেপথ্যে "জয় রাবণের জয়" ধ্বনি শোনা যায়।]

রাবণ। দেখ দেখ শুক কি হল বাহিরে।

শুক। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ কিশোর তরণী।
অবয়ব জ্যোতির্ময় তার।
মনে হয় কোথা হতে
ক্ষুদ্র এক সূর্য যেন
ধূলিতলে আসিয়াছে নামি। নর বানরের
যত সেনাপতি আছে, কারো
প্রতি তরণীত দৃষ্টি নাহি
দেয়। এদিক ওদিক চাহি
কারে যেন খুঁজে খুঁজে ফেরে।

রাবণ। বীর বটে বালক তরণী।
রামেরে খুঁজিছে সে যে বোঝ নাকি শুক?

শুক। ঠিক ঠিক। শ্রীরামের
পেয়েছে সে দেখা। কিন্তু

এ কি অপরূপ রণ !
শ্রীরামের দেখা পেয়ে বালক
তরণীসেন মুগ্ধ নিষ্পলক
চোখে তাহারে যে দেখে।
তরণীরে দেখে রাম হাসে
মিটিমিটি।

রাবণ পিতার মতই পুত্র হবে নাকি
বিশ্বাসঘাতক ?

শুক। না, না, প্রভু। ধনুক তুলিয়া
হাতে বান বৃষ্টি করে সে যে
শ্রীরামের পরে। শ্রীরাম
করিবে কি যে ভাবিয়া না
পায়। পিছে আসি বিভীষণ
কানে তার কি যে কহি গেল।
এ কি ! এ কি হেরি ! ব্রহ্মাস্ত্র
তুলিছে রাম। তরণীরে
হানিবে কি সেই অস্ত্র দিয়া ?
বিভীষণ জানাল কি এ গোপন
তথ্যটুকু নিজ পুত্র বধিবার তরে ?
সর্বনাশা এ সমর
সহিতে না পারি।

[গবাক্ষের কাছ থেকে সরে আসে]

রাবণ। কি হল তোমার শুক ?
গবাক্ষ হইতে কেন আসিলে
সরিয়া ? যুদ্ধের কি হইল

শীঘ্র বল মোরে।

শুক। ক্ষম মোরে মহারাজ। এ
যুদ্ধ দেখিতে নারি। বন্ধ কর
এ কাল সমর।

রাবণ। ভৃত্য হয়ে রাবণেরে দাও
উপদেশ, এত স্পর্ধা ধর?
আদেশ আমার, যুদ্ধের
বর্ণনা দাও বিলম্ব না
করি। যাও বেদীপরে।

শুক। মানিবনা এ আদেশ তব।
বহুদিন সহিয়াছি অন্যায়
তোমার, আর নহে।

রাবণ। প্রাণদণ্ড দিব তোরে আজি।

শুক। যে কোন দণ্ডের তরে প্রস্তুত
রয়েছি আমি। দণ্ড দাও
মহারাজ। তবু এ অন্যায়
রণ হেরিব না চোখে।

[রামের শিঙা বাজে ও "জয় রামচন্দ্রের জয়" ধ্বনি শোনা যায়।]

শুক। ঐ শোন মরিল তরণী।
এ শুধু তোমার পাপে মরিছে সবাই।

রাবণ। স্তব্ধ হও দুরাচারী শুক।

শুক। তুমি স্তব্ধ হও আজি
দুষ্ট দশানন। আনিয়া
লংকার ধ্বংস রক্তচক্ষু

দেখাও সবারে ? ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র
আর বীর যোদ্ধা
যত ছিল, সকলেরে বলি
দিয়া নিজ স্বার্থ রক্ষিবারে চাও ?
আছে শুধু পুত্র মেঘনাদ,
সেও যাবে এইবার
শমন সদনে। তারপর
সর্বশেষে মরিবে যে তুমি।
রাজার পাপেতে রাজ্য নষ্ট
হয়ে যায়, সে দৃষ্টান্ত
তুমি রেখে গেলে।

রাবণ। ভগ্নদূত, আমার সম্মুখ
হতে এরে লয়ে যাও।
অন্ধকার কারাগারে বন্ধ
করে রাখ।

[বেগে মন্দোদরীর প্রবেশ]

মন্দোদরী। চরণে মিনতি করি, ধ্বংস যজ্ঞ
বন্ধ কর রাজা।
নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারে পাঠায়ো না
পুত্র মেঘনাদে।

রাবণ মরিবে না পুত্র তব।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করি হয়েছে
অমর সে যে।

মন্দোদরী। যজ্ঞ যদি না ভাঙিত, হইত অমর

ছদ্মবেশে আসিয়া
লক্ষ্মণ, যজ্ঞ ভংগ গিয়াছে
করিয়া।

রাবণ। কেমনে প্রাসাদে পশে
দুরাত্মা লক্ষ্মণ? কেমনে
বুঝিয়া নিল যজ্ঞ ভংগ
করে দিলে অমরত্ব যায়?
দুষ্ট বিভীষণ ছাড়া এ
কার্য করেনি কেহ। যাহা
হয় হউক মোর। মেঘনাদ
যাইবে সমরে।

["জয় রাবণের জয়" ধ্বনি শোনা যায়।]

ঐ বুঝি পুত্র মোর
যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

মন্দোদরী। রক্ষা কর, রক্ষা কর নাথ।
যুদ্ধ বন্ধ করে দাও! বাছারে
বাঁচাও মোর।

রাবণ। শান্ত হও রাণী, ক্রন্দনের
নহেত সময়। সম্মানের
চেয়ে যারা ক্ষুদ্র প্রাণ বড়
বলে মানে, মৃত্যুরে তাহারা
ডরে, আমি নাহি ডরি।
সারণ, সারণ—

সারণ। আদেশ করুন মহারাজ।

[মন্দোদরী গবাক্ষের কাছে যায়। বাইরে তাকিয়ে শিউরে ওঠে।]

মন্দোদরী। যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।
হায় হায় একি হল মোর!
সবারে মৃত্যুর মুখে সমর্পণ
করি—কি আনন্দ পাও তুমি
বুঝিতে না পারি! এখনও
সময় আছে। ঘোষণা করিয়া
দাও সংগ্রাম বিরতি। রক্ষা
পাবে লংকা ভূমি, রক্ষা পাবে
আজো যারা আছে।

রাবণ। আঃ যাও যাও তুমি হেথা হতে।
রাজকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি
করো নাক আর। সারণ,
দাঁড়াইয়া গবাক্ষ ধারে
রণক্ষেত্রে ঘটিতেছে যাহা—
সব তুমি চিত্র সম বলে
যাও মোরে—

[রামের শিঙা বাজে ও 'জয় রামচন্দ্রের জয়' ধ্বনি শোনা যায়।]

কি হল, কি হল।
দেখত দেখত সারণ।

[ভগ্নদূতের প্রবেশ

ভগ্নদূত। মেঘনাদ মৃত মহারাজ।

মন্দোদরী। [ক্রন্দন] মেঘনাদ—মেঘনাদ—

রাবণ। মেঘনাদ মৃত—একি হল।
একি হল মোর! দুর্বলতা
কেন করে গ্রাস। ভগ্নদূত,
নগর মাঝারে তুমি ঘোষণা
করিয়া দাও, সংগ্রামে
যাইবে আজি স্বয়ং রাবণ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[রাবণের দরবার। গবাক্ষের ধারে বিমর্ষ রাবণ দণ্ডায়মান। তার দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত। নেপথ্যে সত্তার গান শোনা যায়। "জয়তু রামচন্দ্র"। রাবণ চম্‌কে উঠে গবাক্ষের ধার থেকে সরে আসে।]

[গান]

নেপথ্যে ঃ
জয়তু রামচন্দ্র, জয়তু রামচন্দ্র ।
তোমার নামের মন্ত্রখানি
হৃদয়ে আমার বাজুক মন্ত্র ।

রাবণ। কে, কে গান গায় ?

[সত্তার প্রবেশ]

সত্তা। আমি গো আমি—বারবার পরিচয় দিতে হবে নাকি ?

সত্তার গান

তোমার আমার এই পরিচয়—
ভেদ নাহি যে তোমার আমায় ।
তোমার মাঝে দুজন রাজে
একজন আমি জানলে না হায় ।
একটা 'তুমি' রামের অরি
তোমার 'আমি' রামকে বরি ।
ভক্ত ভগবানের লীলা
যুগে যুগে জগৎ ভুলায় ।

রাবণ। ও গান গাইছ কেন এখানে? জান, ও গান গাইলে আমি প্রাণদণ্ড দিই।

সত্তা। তুমি আমায় হাসালে।

রাবণ। হাসির কি হল?

সত্তা। যার নাম করলুম তার দিকে ত তুমিও ধীরে ধীরে এগোচ্ছ।

রাবণ। এগোচ্ছি নিশ্চয়ই, তবে তাকে বধ করার জন্যে।

সত্তা। অবধ্যকে বধ করবে?

রাবণ। কে অবধ্য?

সত্তা। শ্রীরামচন্দ্র।

রাবণ। আমি বিশ্বাস করি না।

সত্তা। তোমার মন বিশ্বাস করে না, কিন্তু সত্তা করে।

রাবণ। অমন সত্তা আমার নেই।

সত্তা। নেই কি গো? তোমার 'তুমি'টাই যে তোমার সত্তা।

রাবণ। আমি তাকে টের পাই না।

সত্তা। ঠিক তা নয়। তুমি যে টের পাও তা তুমি জান না।

রাবণ। এ সব অর্থহীন কথা।

সত্তা। অর্থহীন নয়গো। তোমার মনটা তোমাকে এমনি ভুলিয়ে রেখেছে। আচ্ছা, কেমন লাগছে এখন বলত?

রাবণ। কি কেমন লাগছে?

সত্তা। এই যে এক এক করে সব হারালে।

রাবণ। ও আমি গ্রাহ্য করি না।

সত্তা। সব হারিয়ে তুমি তাকে পাবে। সব হারালে মনটাও নষ্ট হয়ে যায় কিনা। তখন সত্তা জেগে ওঠে। আর তাঁকে পাওয়া যায়।

রাবণ। আমি অনন্তকে পাব?

সত্ত্বা। অনন্ত যে তোমার জন্যেই জন্মেছেন।

রাবণ। আচ্ছা, তুমি কে বলত ? তোমার সংগে কথা বললেই আমার প্রাণের ভেতরটায় কেমন যেন একটা তোলপাড় হয়ে যায়। আর কিছু ভাল লাগে না। তুমি এখানে আসই বা কি করে ?

সত্ত্বা। আমার আসার দিন এবার শেষ হয়ে এল।

রাবণ। তুমি এখন যাও। আগামী কাল আমাকে রাম বধ করতেই হবে। তার প্রস্তুতি চাই।

[সত্ত্বা মিলিয়ে যায়। শুধু তার হাসি শোনা যায়।]

রাবণ। ওকি, তুমি অমন অদৃশ্য হয়ে গেলে অথচ অমন করে হাসছ কোথা থেকে ?

[হাসি মিলিয়ে যায়।]

[সারণের প্রবেশ]

সারণ। সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছি মহারাজ।

রাবণ। রামের শিবিরে গিয়েছিলে ?

সারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।

রাবণ। কি রূপ ধারণ করে গিয়েছিলে ?

সারণ। এক বানরের রূপ।

রাবণ। কেউ সন্দেহ করেনিত ?

সারণ। না, তবে আপনার ভাই বিভীষণ যেন মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

রাবণ। যাক, কি খবর আনলে বল।

সারণ। খবর আছে কয়েকটি। প্রথম : শ্রীরামচন্দ্র দেবী দশভুজার অকাল বোধন করবেন। অর্থাৎ এই শরৎকালেই দেবী দশভুজার পুজা

করবেন। দ্বিতীয়ঃ বিভীষণ একশত আটটি নীলপদ্ম দিয়ে দেবীর অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। হনুমান গেছে দেবীদহ থেকে সেই একশত আটটি পদ্ম আনতে। তৃতীয়ঃ জীবনে যে এক দিনও ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ বন্ধ রাখেনি, এমন একজন পুরোহিত প্রয়োজন দশভুজা পূজার জন্য। তা না হলে পূজা সার্থক হবে না।

রাবণ। এমন পুরোহিত পাবে কোথায়? ত্রিভুবনে এমন প্রাণী শুধু একজনই আছে—আর, সে হচ্ছে এই রাবণ। হা হা হা—যাক্, আর কোন সংবাদ নেই?

সারণ। না মহারাজ।

রাবণ। আমার মৃত্যুবাণের কথা কিছু আলোচনা হয়নি, না?

সারণ। কই নাত। সে সব ত কিছু শুনলাম না। তবে একটা কথা রামচন্দ্র বারবার বলছিলেন।

রাবণ। সেটা কি কথা?

সারণ। বলছিলেন যে রাবণ বধ কি করে হবে তা তিনি বুঝতেই পারছেন না। কারণ, যতবার তিনি রাবণের মুণ্ড কাটছেন, ততবার সে মুণ্ড জোড়া লেগে যাচ্ছে। এমন প্রাণীকে কেউ বধ করতে পারে?

রাবণ। হা হা হা—রামচন্দ্র আমাকে বধ করবে, না? যাক্, সারণ আমার যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি ত্বরান্বিত কর। আগামী কাল রাম বধ সুনিশ্চিত। যাও—

সারণ। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[সারণের প্রস্থান]

[মন্দোদরীর প্রবেশ]

রাবণ। কি রাণী, কি সংবাদ?

মন্দোদরী। সংবাদ ত আমার কিছু নেই।

রাবণ। তুমি অমন শোকের প্রতিমা হয়ে গেলে কেন?

মন্দোদরী। কেন, সে কথা কি করে বোঝাই।

রাবণ। আমার বক্ষে কি কম শোক? ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, যত বড় বড় যোদ্ধা,সকলকে বিসর্জন দিলুম—আমার বুক ভেঙে যায়নি? কিন্তু আমি ঠিক আছি। আমার পৌরুষ এখনও দৃপ্ত। কে পুত্র রাণী? কে মাতা? কে কার আত্মীয়? মিথ্যা শোকে মুগ্ধ হয়ে কিচ্ছু লাভ নেই, কিচ্ছু না।

মন্দোদরী। তুমি পুরুষ, আমি নারী। আমিত অতখানি শক্ত হতে পারি না।

রাবণ। কিন্তু, তুমি ত আমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছ না?

মন্দোদরী। নিষেধ করা যে অর্থহীন, এখনও কি সেকথা বুঝিনি?

রাবণ। এবার তোমার কোন ভয় নেই মন্দোদরী। রামকে আমি বধ করবই। দেখছ না, প্রতি যুদ্ধে তাকে কেমন বিপর্যস্ত করছি? যাক্, একটা কথা। আমার মৃত্যুবাণটা তোমার কাছে আছে। সেটার কথা আর কেউ জানে না ত?

মন্দোদরী। আর কেউ না।

রাবণ। কোথায় রেখেছ সেটা তাও কেউ জানে না ত?

মন্দোদরী। তাও না।

রাবণ। সেটা খুব সাবধানে রাখবে।

মন্দোদরী। হ্যাঁ মহারাজ।

[মন্দোদরীর প্রস্থান। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে রাবণও প্রস্থান করে।]

[সারণের প্রবেশ]

সারণ। মহারাজ কোথায় গেলেন? মহারাজ? এই ত একটু আগে

এখানে ছিলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি ঠিকমত চল্‌ছে কিনা নিজের চোখে একবার দেখে নিলে পারতেন।

[ভগ্নদূতের প্রবেশ]

ভগ্নদূত। কি হে, একা একা এখানে কি করছ ?

সারণ। এই মহারাজের খোঁজ করছিলুম।

ভগ্নদূত। কেন হে ?

সারণ। যুদ্ধের প্রস্তুতিটা নিজের চোখে একবার দেখে নিলে পারতেন—তা না হলে শেষকালে আবার মন্দ বাক্য স্থুরু করে দেবেন।

ভগ্নদূত। তা বটে। আচ্ছা তুমি ত রামের ওখানে খবর আনতে গিয়েছিলে। তা কি খবর আনলে ভাই ?

সারণ। মেয়েদের মত তোমার অত কৌতূহল কেন হে ? সব সংবাদই তোমায় দিতে হবে ? যাও, নিজের কাজ কর গিয়ে।

ভগ্নদূত। ও বাবা, তোমার যে বড্ড তেজ হয়েছে দেখ্‌ছি। শুক নেই তাই ভাবছ খুব ক্ষমতা পেয়েছ। কিন্তু এ আর কদিন ?

সারণ। যাও, যাও, অত বিজ্ঞের মত বাক্যি ছেড়ো না।

ভগ্নদূত। আমি ত যাবই, তুমিই থাক এখানে।

[ভগ্নদূতের প্রস্থান]

সারণ। দূর ছাই ! মেজাজটা একেবারে খারাপ করে দিলে !

[সারণের প্রস্থান]

[বৃদ্ধ পুরোহিতের বেশে রাবণের প্রবেশ। সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়, তারপর বেরিয়ে যায়। একটু পরেই মন্দোদরী প্রবেশ করে।]

মন্দোদরী। কে ? কে ? কে গেল ওখানে ? সারণ—ভগ্নদূত—

[সারণ ও ভগ্নদূতের প্রবেশ]

সারণ। কি হয়েছে মা ?

ভগ্নদূত। কি রাণী মা ?

মন্দোদরী। এইমাত্র কে গেল এখান দিয়ে ?

সারণ। এখান দিয়ে আবার কে যাবে ?

মন্দোদরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বৃদ্ধ একজন পুরোহিতের মত মনে হল।

ভগ্নদূত। আপনি ভুল দেখেছেন মা।

মন্দোদরী। আমি ভুল দেখেছি ?

সারণ। তাইত মনে হচ্ছে। এখানে ত কারোর পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

মন্দোদরী। আমি ভুল দেখেছি, না! তাই হবে। আচ্ছা তোমরা এখন যাও, আমায় একটু একা থাক্‌তে দাও।

(ভগ্নদূত ও সারণের প্রস্থান]

মন্দোদরী। স্বচক্ষে দেখিনু এক বৃদ্ধ
পুরোহিত, অতি সন্তর্পণে
যেন বাহিরিয়া গেল।
আঁখির এ ভ্রম ইহা নহে,
স্পষ্ট দেখিয়াছি আমি।
কে জানে কি আছে লেখা
ললাটে আমার।

[পুরোহিতের ছদ্মবেশে হনুমানের প্রবেশ]

পুরোহিত। [স্বগতঃ] যাক্, মন্দোদরী এইখানেই রয়েছে। রাবণের পুরোহিতের ছদ্মবেশে দিব্বি রাজপ্রাসাদে চলে এলুম। দ্বারীরা কেউ আমায় সন্দেহই করল না। রাক্ষসগুলো বোকা আছে। আমি যে হনুমান তা বুঝতেই পারল না। এই যে মা মন্দোদরী—

মন্দোদরী। আচার্য দেব—কি সৌভাগ্য !

পুরোহিত। আমি তোমার কাছেই এলাম।

মন্দোদরী। আজ্ঞা করুন।

পুরোহিত। মহারাজ আগামীকাল বোধ হয় রাম বধের সংকল্প করেছেন ?

মন্দোদরী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পুরোহিত। তোমাকে আমি অভয় দিতে এলাম মা। এবার তোমার কোন চিন্তা নাই।

মন্দোদরী। আপনার আশীর্ব্বাদ।

পুরোহিত। তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে খুব সাবধান হতে হবে যে।

মন্দোদরী। কোন ব্যাপারে ?

পুরোহিত। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর আর তারই ওপর নির্ভর করছে মহারাজের জীবন।

মন্দোদরী। বলুন আমাকে সেটা কি ?

পুরোহিত। সেটা হল রাবণের মৃত্যুবাণ।

মন্দোদরী। [চমকে] আপনি কি করে জানলেন সে কথা ?

পুরোহিত। আমি হলাম অন্তর্যামী আর আমি জানবো না ? তা বাণটা বেশ ভাল জায়গায় রেখেছ ত ?

মন্দোদরী। এমন জায়গায় রেখেছি যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

পুরোহিত। বেশ, বেশ, তুমি খুব বুদ্ধিমতী। কিন্তু দেখ, বাণটা যেখানে রেখেছ, সেখানটার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না ত ?

মন্দোদরী। কেউ জানে না।

পুরোহিত। চমৎকার। আর হ্যাঁ, জায়গাটা খুব গোপনীয় ত ? কেউ খুঁজে পাবে না ত ?

মন্দোদরী। কেউ খুঁজে পাবে না।

পুরোহিত। কাউকে দেখাওনি ত জায়গাটা ?

মন্দোদরী। কাউকে না।

পুরোহিত। মনে থাকে যেন, কাউকে জায়গাটার কথা বলবে না। এমন কি আমাকেও না।

মন্দোদরী। কি যে বলেন, আপনি হলেন অন্তর্যামী। আপনি কি আর জানেন না কোথায় রেখেছি ?

পুরোহিত। হ্যাঁ—মানে—সেত জানবই। আমি তোমাদের কি না জানি। আর আমি জানলে ত কিছু ক্ষতি নেই।

মন্দোদরী। বলুন তাহলে মাথা খাটিয়ে জায়গাটা কি রকম পছন্দ করেছি—এই ত সামান্য একটা থাম—

পুরোহিত। নিশ্চয়ই, এই থামটা—এ্যা ?

মন্দোদরী। হাঁা, তাইত। এর ভেতর যে মহারাজের মৃত্যুবাণ থাকতে পারে তা কারো মাথায় আসবে ?

পুরোহিত। কক্ষনো না।

[থামে লাথি মেরে ভেঙে মৃত্যুবাণ নেয়]

মন্দোদরী। একি ! একি ! থাম ভেঙে মৃত্যুবাণ বের করলেন কেন ?

পুরোহিত। হা হা হা— চললাম।

[প্রস্থান]

মন্দোদরী। সর্বনাশ ! আপনি কে ? এঁ্যা ! এযে হনুমান ! রামের চর। ধর, ধর, হনুমানকে ধর। সারণ—ভগ্নদূত—

[সারণ ও ভগ্নদূতের প্রবেশ]

মহারাজের মৃত্যুবাণ নিয়ে গেল। শিগ্‌গির ধর।

সারণ। মৃত্যুবাণ কে নিয়ে গেল মা?

মন্দোদরী। পুরোহিতের ছদ্মবেশে হনুমান এসেছিল।

সারণ। সর্বনাশ!

ভগ্নদূত। কি হবে মা?

মন্দোদরী। যা হবার তা হয়ে গেল। নিয়তি—নিয়তি। কেউ একে খণ্ডাতে পারেনা। কিন্তু, মহারাজের কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব?

সারণ। আমি বলি কি মা, মৃত্যুবাণটা যে খোয়া গেছে, এ কথা মহারাজকে আর বলে দরকার নেই।

ভগ্নদূত। তাই ভাল। এ কথা শুনলে মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। তাছাড়া কাল তিনি রাম বধের চেষ্টা করবেন। এখন একথা তাঁকে না বলাই উচিত।

মন্দোদরী। তা হয় না। মহারাজকে সব কথা খুলে বলতেই হবে। তার সংগে কি মিথ্যাচার করা উচিত? কিন্তু মহারাজ গেলেন কোথায়? অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা!

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। এইত আমি রাণী—কি ব্যাপার বলত? গুরুতর একটা কিছু যেন ঘটেছে!

মন্দোদরী। আমাকে শাস্তি দিন মহারাজ, কঠিন শাস্তি দিন। আমি আপনার সর্বনাশ করেছি।

রাবণ। কি হয়েছে?

মন্দোদরী। হনুমান পুরোহিতের ছদ্মবেশে এখানে এসে আপনার মৃত্যুবাণ চুরি করে নিয়ে গেছে।

রাবণ। এই থামটা ভাঙা কেন?

মন্দোদরী। এটার ভেতরেই বাণটা রেখেছিলাম।

রাবণ। যাক্, দুঃখ করোনা রাণী। তুমিত জান আমি কোন বিপদ, কোন বিপর্যয়কে ভয় করি না। অন্যের দেওয়া সমস্ত শক্তি পরিত্যাগ করে আগামী কাল রামের সংগে আমি সম্পূর্ণ নিজের পৌরুষ নিয়ে সংগ্রাম করব। কি আনন্দ তাতে—কি আনন্দ—আমি মুক্ত—আমি স্বাধীন—

[রাবণ ও মন্দোদরীর প্রস্থান]

[তৃতীয় দৃশ্য]

[রামের শিবিরের সম্মুখ ভাগ। একটি দশভূজা মূর্তি। পূজা শেষ হয়ে গেছে। আসন পাতা এবং উপকরণ ছড়ানো।]

লক্ষ্মণ। রাত্রি শেষ হতে বুঝি বেশি দেরি নাই।
গগনের অন্ধকারে দূরান্তের সূর্য তার
অস্পষ্ট আলোর কণা
দিয়াছে ছড়ায়ে। শান্ত নিশিথিণী
যেন বিরহিণী প্রিয়া—
দয়িত আলোর লাগি রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায়
রহিয়াছে জাগি। অরুণোদয়ের
সাথে উছসি উঠিবে যবে আলোকের
ঝলমল বরতনুখানি, নিশিথিণী
আপনারে তার মাঝে
দিবে মিলাইয়া। একে একে কত
রাত্রি পার হয়ে যায়, জাগে দিন
নব নব। এ কাল সমর তবু শেষ
নাহি হয়! আবার পোহাবে নিশি,
আবার জাগিবে এক নতুন দিবস,
আবার শোণিতপাত, সংগ্রাম
ভীষণ। ভাগ্যলিপি আমাদের
জানিনা কি আছে। যোদ্ধা বটে

বীর দশানন। এ জীবনে
বধিয়াছি শত্রু শত শত, কিন্তু
তারা তুচ্ছ এই রাবণের কাছে।
জানিনা কি উপায়ে হবে
রাবণ-সংহার!

বিভীষণ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যাঁর নারায়ণ,
কণ্ঠ তাঁর ত্রাসে কম্পমান
কেন হয় বুঝিতে না পারি!

লক্ষ্মণ ত্রাস নহে। শুধুমাত্র দুশ্চিন্তার
কৃষ্ণ মেঘে মনের আকাশ মোর
বিষন্ন বিধুর। দেখনা কি বিভীষণ
কি প্রচণ্ড সিংহনাদে প্রতিদিন
নৈকষেয় সংহারিছে আমাদের
সহস্র সৈনিকে? রামচন্দ্র
যতবার মুণ্ড কাটে রাবণের,
পলকের মাঝে মুণ্ড
স্কন্ধোপরি জোড়া লেগে যায়।

বিভীষণ। হনুমান আনিয়াছে মৃত্যুবাণ
রাবণের। শমন ভবনে যাবে
আজি দশানন।

লক্ষ্মণ। কে জানে কি যাদু জানে
রাক্ষস নন্দন! মৃত্যুবাণ ভাবি
যাহা আনিয়াছে হনুমান,
তাহা সত্য মৃত্যুবাণ নাও
হতে পারে। ধীরে ধীরে

বিভাবরী আঁধার গুটায়। ঐ
দেখ আলোকের অস্পষ্ট
আভাষ জাগে গগনের
পারে। প্রভাতের সাথে
সাথে লংকাপতি আক্রমণ
করিবে মোদের। কে জানে
হইবে কবে জানকী উদ্ধার!

বিভীষণ। দশভুজা মূর্তি পুজা শেষ হয়ে গেছে।
কি ভয় মোদের?
এই সেই মাতৃমূর্তি রয়েছে দাঁড়ায়ে।
অসময়ে নীলপদ্মে পুজা তার সাংগ হল
মহা সমারোহে। কোন দিকে বিন্দুমাত্র
ত্রুটি ঘটে নাই। কেথা হতে এল
এক আশ্চর্য ব্রাহ্মণ, মন্ত্রে প্রাণ
সঞ্চারিয়া অর্চিল দেবীরে। আর,
মৃন্ময় মূর্তিরে যেন চিন্ময় করিয়া
দিল নিমেষের মাঝে।

[আসনের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা দেখতে পায়]

একি! এ অঙ্গুরী কোথা হতে
আসিল এখানে? কি আশ্চর্য!
নয়নে কি দেখিতেছি ভ্রম? না না
ভুল এত নয়! এ অঙ্গুরী
চির-চেনা মোর। আশৈশব দেখিয়াছি
আশ্চর্য সুন্দর এই অলংকার খানি।

প্রভু, প্রভু, একবার শীঘ্র করি
বাহিরে আসুন।

[রামের প্রবেশ]

রাম। কি বারতা বিভীষণ? কি কারণে
আহ্বান জানায়েছ মোরে?
এসেছে কি নৈকষেয় যুদ্ধ আরম্ভিতে?

বিভীষণ। না না প্রভু, আসে নাই লংকা-
অধীশ্বর। বিচিত্র এ দৃশ্য হেরি
স্মরিয়াছি প্রভুরে আমার। কোথা হতে
স্বর্ণাঙ্গুরী আসিল হেথায়?
পড়েছিল পূজাসনে। বিচ্ছুরিত
দীপ্তি এর নয়নে পশিল যবে
চমকি উঠিনু।

রাম। পূজাসনে স্বর্ণাঙ্গুরী! আমিত
জানি না কিছু কোথা হতে
আসিয়াছে ইহা। পূজা
শেষে পুরোহিত ফেলিয়াত
যায় নাই নিজের অঙ্গুলি হতে
অলংকার খানি?

বিভীষণ। পুরোহিত গিয়াছে ফেলিয়া!
এ অঙ্গুরী শোভেছিল অঙ্গুলি
তাহার ?

রাম। কি জানি, স্মরিতে নারি
যথাযথ আমি। পবন নন্দনে ডাক।

সে ঠিক বলিয়া
দিবে অঙ্গুরী কাহার।

বিভীষণ। পবননন্দন ভাই—শোন
একবার।

[হনুমানের প্রবেশ]

কি হেতু ডাকিছ মোরে?
বল আসিয়াছি।

রাম। দেখত পবনপুত্র এ অঙ্গুরী
পার কি চিনিতে?

হনুমান। [আংটি দেখে] এ অঙ্গুরী
পরিচিত মোর। দশভুজা
পুজিবারে যে সাধক এসেছিল
হেথা, এ অঙ্গুরী ছিল তার
অনামিকাতে।

বিভীষণ। [চমকে উঠে] এঁ্যা! দশভুজা পুজিবারে
যে সাধক এসেছিল হেথা, এ
অঙ্গুরী ছিল তার অনামিকাতে!
স্তম্ভিত করিল মোরে বাক্য
যে তোমার! আশ্চর্য!
এ রহস্যের অর্থ কিবা হয়?

রাম। কি হয়েছে বিভীষণ? বিপুল
বিস্ময় কেন কণ্ঠে তব আবর্তিয়া ওঠে?

বিভীষণ। [আবেগে] প্রভু, প্রভু, রাবণ
আসিয়াছিল পুরোহিত বেশে।

পূজা সাংগ করি সে যে
গিয়াছে চলিয়া। কেমনে খসিয়া গেছে
অঙ্গুরী তাহার এই আসনের পরে।

লক্ষ্মণ। অসম্ভব! অসম্ভব! নিতান্ত
বাতুল হলে এ কথা বিশ্বাস
করা অসংগত নাও হতে পারে।
রাবণ আসিয়া হেথা নিজের
মৃত্যুর লাগি করি গেল
চণ্ডী আরাধনা?

রাম। শান্ত হও হে লক্ষ্মণ। উপেক্ষা
করোনা যাহা বিভীষণ বলিয়াছে
এবে। রাবণ আসিয়াছিল, সত্য
বটে ইহা। জীবন ভরিয়া কেহ
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ একদিনও
বন্ধ রাখে নাই, ত্রিভুবনে হেন
প্রাণী শুধু দশানন।

বিভীষণ। প্রহেলিকা সম যেন সব
মনে হয়। হে প্রভু, তোমার
লালা বুঝিতে না পারি।

রাম। শোন আজ বলি এক কথা,
তোমাদের ইহা অগোচর।
রাবণ আমার এক ভক্ত যে পরম,
শুধু সাধনার পথ তার ভিন্ন ধরনের।
সে মোরে করেছে বাধ্য এই
নরদেহ লয়ে অবতীর্ণ হতে

ধরাতলে। লৌকিক দৃষ্টি
লয়ে লোকে তারে জানে
শুধু অত্যাচারী, ব্যাভিচারী
বলে। কিন্তু তার সর্ব কর্ম
সে করেছে নিয়োজিত আমারেই
স্পর্শ করিবারে। বৃত্তি যার
একমুখী, তাহারে এড়াতে
আমি কিছুতে না পারি।

বিভীষণ। ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে তব মহিমা
অপার মোরা বুঝিব কেমনে!
জনমে জনমে শুধু করুণা
চাহিয়া যাব তব পাদপদ্মে।

[দূরে কলরব ও "জয় রাবণের জয়" ধ্বনি শোনা যায়]

লক্ষ্মণ। ঐ বুঝি দশানন আসিতেছে
রণক্ষেত্রে সমর তৃষায়।

রাম। হ্যাঁ, সত্য বটে
আসে দশানন। তোমরা
প্রস্তুত সবে? অংগদ, সুগ্রীব
নল, নীল সেনাপতি, পবন নন্দন
আর যত সৈন্য আছে
আমাদের, সকলে প্রস্তুত?

হনুমান। সকলে প্রস্তুত মোরা
বধিতে রাবণ।

[বাইরে কোলাহল বাড়ে ও "জয় রাবণের জয়" ধ্বনি শোনা যায়।]

রাম। ঐ বুঝি আসিয়াছে বীর
নৈকষেয়।

রাবণ। [নেপথ্যে] কোথা রাম, রাম
কোথা গেল? ভীরু আর
তস্কর কাপুরুষ রাম,
সমগ্র জীবন যার ঘৃণ্য
শঠতার এক দীর্ঘ ইতিহাস?
আপন শক্তির বলে কোথা
রণ করিয়াছে নররূপী
পংগু ভগবান?
চৌর্যবৃত্তি, অসাধুতা সহায়
তাহার। কেন মুখে বাক্য
নাহি সরে? রণ সাধ থাকে
যদি আয় মোর কাছে
যত তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে
হাতে লয়ে তাহা। সুযোগ
দিলাম তোরে আগে
অস্ত্র হানিবার। আমি
যদি আগে অস্ত্র হানি,
অচিরে যাবিরে তুই শমন
সদনে।

বিভীষণ। আরত সহেনা প্রভু

দুর্বাক্য কথন। হানো
অস্ত্র রাবণেরে।
শান্ত হও বিভীষণ।

রাবণ। কি হলরে রামচন্দ্র? পলাইয়া
গেলি নাকি রাবণের ডরে,
শৃগাল যেমন ধায় সিংহেরে
দেখিয়া। থাকে যদি পৌরুষ,
এখুনি সম্মুখে আসি রণ
কর দেখি। তীক্ষ্ণতম যত
অস্ত্র আছে, হান দেখি
এ বক্ষে আমার।
দূর, দূর, মূর্খ লোকে এরে
বলে নররূপী ভগবান।
রক্ষিবারে পারেনা যে
পত্নীরে নিজের, প্রাণ
ভয়ে পলাইয়া গেছে
সুনিশ্চিত, ফেলে গেছে
অর্ধাংগিণী সাগরের
পারে নিয়তির করে
সমর্পিয়া। ধিক্, ধিক্,
কাপুরুষ!

বিভীষণ। হান প্রভু, হান মৃত্যুবাণ।
দুর্বৃত্তের বাক্য শুনি অগ্নির
যন্ত্রণা জ্বলে অন্তরে আমার।

রাম। রাবণ, মোর পদপ্রান্তে কর
আত্মসমর্পণ।
রাবণ। কি, কি, কি কথা পামর তুই
আনিলি জিহ্বাগ্রে?
রাম। আমার আদেশ, কর আত্মসমর্পন।
রাবণ। হা হা হা—রঘুপতি
পিপীলিকা লংকাপতি ঐরাবতে
করিছে আদেশ! আমার
আদেশ তুই শিরোধার্য কর্।
কর্ আত্মসমর্পণ।
বিভীষণ। হানো, হানো প্রভু মৃত্যুবাণ
বিলম্ব না করি।
রাম। কালক্ষেপ করিয়ো না দুষ্ট
দশানন। আত্মসমর্পন কর।
রাবণ। আরে আরে দুর্বিনীত ভণ্ড ভগবান,
সমুচিত শিক্ষা তোরে
দিব এইবার।
রাম। তবে এই তোর পুরস্কার।

[রাম মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেন। একটা চোখ ঝলসান আগুন জ্বলে ওঠে।
রাবণের বিকট আর্তনাদ শোনা যায়। বুকে তীরবিদ্ধ
রাবণ টলতে টলতে প্রবেশ করে।]

রাবণ। এ যে মোর মৃত্যুবাণ!
আঃ কি শান্তি, কি শান্তি!
কোথা রাম, কোথা রঘুপতি,

তোমার মূরতিখানি দেখিতে
যে চাই। নয়ন সম্মুখে
মোর দাঁড়াও আসিয়া।
এঁ্যা—কে? তুমি কে?
জনম ভরিয়া আমি অনন্তেরে
চাহিয়াছি, মূরতি ধরিয়া সেকি
আসিয়াছে সম্মুখে আমার?
এ মূরতি চির-চেনা মোর।
মরি, মরি, মরি ভুবন-মোহন-শংকা-হরণ
আনন্দ-ঘন একি
অপরূপ রূপ! জনমে জনমে
আমি এরূপ দেখিতে চাই,
মিশে যেতে চাই আমি
এ রূপের মাঝে।

রাম। ভক্ত হৃদয় লয়ে কেন তুমি
চাহ নাই মোরে?

রাবণ। তাহলে কি নর দেহ লয়ে তুমি
অবতীর্ণ হতে পৃথিবীতে?
তুমি হেথা আসিয়াছ মধুর
সাকারে, ধরণীর প্রাণীদের
আঁখি তৃপ্ত হল তাই,
চরণের চিহ্ন তব পবিত্র করিয়া
দিল মাটিরে ধরার।

রাম। বড় বেদনার বৎস নরদেহ

লয়ে লীলা করা। শোকে তাপে
জর্জরিত হই।

রাবণ। ভক্তের লাগি যদি তুমি না
বেদনা পাও, কে পাইবে তবে?
হে প্রভু, তোমারে আমি
যুগে যুগে অর্চিব যে হিংসার পথে।
ভালবাসি এ ভুবন, ভালবাসি
ভুবনের যত জনগণ। অনন্তের
উপলব্ধি করিতে পারে না তারা,
তাই আমি অনন্তেরে ধূলিতে
নামায়ে আনি মানবের রূপে।
প্রহ্লাদের পিতা আমি হিরণ্যকশিপু
হলে নরসিংহ হয়ে তুমি বধিলে
আমারে। আমি হব শিশুপাল
কৃষ্ণ হবে তুমি। কালে কালে
মধুলীলা তোমায় আমায়
চলিবে যে চিরদিন।

[রাবণ পড়ে যায়। সন্তার প্রবেশ। "জয়তু রামচন্দ্র" গানটি গাইতে গাইতে সে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে এগোয়।]

— য ব নি কা —

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই নাটকের সম্পূর্ণ অংশ বা অংশ বিশেষ অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন। অনুমতির জন্য নাট্যকারের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

৭, ফকির চক্রবর্তি লেন, কলিকাতা-৬